ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-265 ■ 26 June, 2026 ■ আগরতলা ২৬ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জোড়া কম্পনে দুলে উঠল ভেনেজুয়েলা, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ

নিহত অন্তত ১৬৪, আহত ৯৭১, জরুরি অবস্থা জারি

পাশে থেকে সমস্ত সহায়তার বার্তা ভারতের

কারাকাস, ২৫ জুন (আইএএনএস)।। পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা। দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্তত ১৬৪ জনের মৃত্যু এবং ৯৭১ জন মানুষ আহত হয়েছেন।

এদিকে, ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি বিপর্যস্ত দেশটির পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এদিন রদ্রিগেজ জানান, উত্তর ভেনেজুয়েলার উপকূলীয় প্রদেশ লা গুয়াইরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি এলাকাটিকে "দুর্যোগ অঞ্চল" হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, সেখানে বহু ভবন সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তিনি বলেন, লা গুয়াইরা প্রদেশ এখন এক প্রকৃত ট্র্যাজেডির চিত্র বহন করছে। তবে তিনি সতর্ক করে জানান, লা গুয়াইরার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও ব্যাহত থাকায় সেখানকার হতাহতদের তথ্য সরকারি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। ফলে মৃত ও আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। পরিস্থিতির গুরুতরতা বিবেচনায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ দেশটির ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, বুধবার রাত ১০টা ০৪ মিনিট (জিএমটি) নাগাদ প্রথমে ৭.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। মাত্র এক মিনিট পরে আরও শক্তিশালী ৭.৫ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। দুটি ভূমিকম্পই রাজধানী কারাকাস থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত উপকূলীয় শহর মোরন-এর কাছে আঘাত হানে। ভূমিকম্পগুলির গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার, যা ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভূমিকম্পের পর দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রদ্রিগেজ। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি বলেন, দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। নাগরিকদের সতর্ক, নিরাপদ ও শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি আরও জানান, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাজধানীর মাইকেতিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণকাজে নিরাপত্তা বাহিনী, চিকিৎসা পরিষেবা এবং সিভিল প্রোটেকশন কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে।

দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিওসদাদো ক্যাবেলো জানান, রাজধানী কারাকাস-সহ বিভিন্ন শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কারাকাস মহানগর এলাকার পূর্বাংশে একাধিক ভবন ধসে পড়েছে। আফটারশকের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে তিনি নাগরিকদের আপাতত ভবনের ভেতরে না থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। একইসঙ্গে সবাইকে শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

এদিকে, প্রতিবেশী কলম্বিয়া-র একাধিক শহরেও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। ইউএসজিএস সতর্ক করে বলেছে, এই দুই শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছেন বহি:রাজ্যের বিনিয়োগকারীরা: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে বদ্ধপরিকর সরকার। তাদের আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে উন্নত করা, উন্নত চিকিৎসার সুযোগ প্রদান এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এজন্য দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য প্রভূত উন্নতি করেছে। এর ফল স্বরূপ বহিরাজ্য থেকে বিনিয়োগকারীরা ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

আজ ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সিপাহীজলা জেলা হাসপাতালের নতুন ভবনের শিলান্যাস, লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২৪অ৭ ইমার্জেন্সি এবং আইপিডি পরিষেবার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। একই সঙ্গে তিনি ভার্চুয়ালি সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত সিপাহীজলা জেলা হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট নতুন ভবন গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী নতুন ভবনের শিলান্যাস করার পর লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ইমার্জেন্সি পরিষেবার সূচনা করেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রাঙ্গণে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে ভার্চুয়ালি ১০টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, ২টি পাবলিক হেলথ ইউনিট, বক্সনগর সিএইচসি"র নবনির্মিত কোয়ার্টার কমপ্লেক্স, সিপাহীজলা, জম্পুইজলা এবং বিশালগড় এসডিএম ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। দীর্ঘ সাত বছর ধরে বেহাল রাস্তার দুর্ভোগে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে আন্দোলনের পথ বেছে নিলেন জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম পিলাক নমঃপাড়া ও তাতিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে জোলাইবাড়ি - বিলোনিয়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার প্রধান যোগাযোগ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে, ফলে প্রতিদিন যাতায়াতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় উন্নয়নের আশায় ছিলেন বাসিন্দারা। তবে তাদের দাবি, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও রাস্তার সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ তাদের। বিক্ষোভকারীরা জানান, এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং কর্মজীবী মানুষদের প্রতিদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়েই তারা সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগামী তিন বছরে ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ হেক্টরে বাড়ছে কুইন আনারস চাষ: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। রাজ্যের কৃষি দপ্তর আগামী তিন বছরের মধ্যে কুইন আনারস চাষের এলাকা ১২ হাজার হেক্টর থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার হেক্টরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে আগরতলা ও গোমতী জেলায় দুটি ব্রোমেলিন নিষ্কাশন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। আজ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, আগামী ২৭ জুন থেকে আন্তর্জাতিক আনারস দিবস উদযাপনের সূচনা হবে। এই উপলক্ষ্যে ২৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে "ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপল ফেস্টিভাল ২০২৬।

মন্ত্রী আরও জানান, এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান , কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ডিয়া , দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, ডোনার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ও সংসদ সদস্যরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এই উৎসবের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র ত্রিপুরার আনারসকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং পর্যটন, সংস্কৃতি, বাঁশ শিল্পসহ রাজ্যের সামগ্রিক সম্ভাবনাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা।

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ত্রিপুরার রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র মাধ্যমে ত্রিপুরার মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

তিনি জানান এই তিন দিনের মহোৎসবে তিনজন কুইন আনারস চাষিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে। পাশাপাশি মোট ২৫টি প্রদর্শনী স্টল থাকবে। ত্রিপুরার কুইন ও কিউ জাতের আনারস বিশ্ববিখ্যাত। ২০১৪ সালে কুইন আনারস জিআই ট্যাগ অর্জন করে এবং ২০১৮ সালে এটি রাজ্যের রাজ্যফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মন্ত্রী বলেন বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হচ্ছে, যার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকারের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক বাজারে কুইন আনারসের একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে তোলা, যাতে কৃষকেরা সরাসরি আর্থিকভাবে উপকৃত হন। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও ডোনার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ২৩৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

এছাড়াও আগরতলা ও গোমতীতে দুটি ব্রোমেলিন নিষ্কাশন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা আনারস থেকে মূল্য সংযোজন পণ্য উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, উদ্যানপালন দপ্তরের অধিকর্তা ফণিভূষণ জমাতিয়া এবং ত্রিপুরা অর্গানিক মিশনের মিশন ডিরেক্টর রাজীব দেববর্মা।

বাংলাদেশিদের জন্য ফের চালু হচ্ছে ট্যুরিস্ট ভিসা, ২৮ জুন থেকে আবেদন গ্রহণ

ঢাকা, ২৫ জুন।। প্রায় দুই বছর পর বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য আবারও ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ঘোষণা দিয়েছে ভারত। আগামী ২৮ জুন থেকে বাংলাদেশি নাগরিকরা পুনরায় ভারতের সাধারণ ভ্রমণ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে পরিচয়পত্র (ক্রেডেনশিয়াল) পেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, সাধারণ ভ্রমণ ভিসা পুনরায় চালু করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আগামী ২৮ জুন থেকে ভিসার আবেদন জমা দেওয়া যাবে। মানবিক কারণে জরুরি চিকিৎসা ভিসা প্রদান আগের মতোই অব্যাহত থাকবে।

তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে দেশের পাঁচটি ভিসা কেন্দ্র থেকে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কেন্দ্রগুলো হলো ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা। ভবিষ্যতে ভিসা পরিষেবার পরিধি আরও সম্প্রসারণ করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য পর্যটক ভিসা প্রদান কার্যত স্থগিত করেছিল। সেই সময় সীমিত পরিসরে শুধুমাত্র চিকিৎসা, জরুরি ও বিশেষ ক্যাটাগরির ভিসা প্রদান করা হচ্ছিল। দীর্ঘ বিরতির পর পর্যটক ভিসা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্তকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক ও জনসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম

রাজি নয় রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পরিষেবা সুবিধা প্রদানের দাবিতে চলমান মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ লোক আদালতে অনুষ্ঠিত শুনানিতে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সমঝোতার পথে হাঁটতে রাজি হয়নি বলে জানা গেছে। ফলে বহু প্রতীক্ষিত এই মামলার নিষ্পত্তি আপাতত আরও পিছিয়ে গেল। আজ আগরতলায় পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সচিব রামানুজ ভট্টাচার্যের চেম্বারে এই শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষা দফতর এবং অর্থ দপ্তরের আধিকারিকরা মীমাংসায় রাজি হননি।

শুনানিতে উপস্থিত টিটিডিসি এর সভাপতি বাদল পাল জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, তারা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যা হয় তা মেনে নেবেন। তবে লোক আদালতের সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ তারা। উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি ত্রিপুরা উচ্চ আদালত টিআরবিটি - র মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষকদের চাকরির প্রথমদিন থেকে নিয়মিত করণের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

তবে এই রায় কার্যকর হলে রাজ্যের উপর বিপুল আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে বলে যুক্তি দেখিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করে। সরকারের দাবি, হাইকোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, যা বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে বহন করা কঠিন।

এরই মধ্যে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ লোক আদালতে মীমাংসার জন্য তোলা হয়। কিন্তু শুনানিতে সরকার সমঝোতার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এদিকে শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, তারা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ আসামির ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ জুন ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত শঙ্কর দাস ওরফে অভিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার ঊনকোটি জেলা ও দায়রা জজ পি. কুমার এই রায় ঘোষণা করেন। আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(১) ধারায় অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, কৈলাসহরের চিরাকুটি এলাকার এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণী দীর্ঘদিন ধরে একটি পরিবারের গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন। ২০২২ সালে ওই পরিবারের এক বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন বাড়ির বাইরে কুকুরকে খাবার দিতে গেলে বরযাত্রীর গাড়ির চালক গৌরনগর এলাকার বাসিন্দা শঙ্কর দাস তাকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগ, গাড়ির ভেতরেই তাকে ধর্ষণ করা হয় এবং বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

কয়েক মাস পর তরুণীর শারীরিক পরিবর্তন দেখে পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পুরো ঘটনার কথা জানান। তখন জানা যায়, তিনি আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পরবর্তীতে তিনি একটি সন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে মা ও শিশু একটি সুরক্ষা কেন্দ্রে রয়েছেন।

ঘটনার পর ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর তরুণীর এক আত্মীয় কৈলাসহর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রথমে মামলার তদন্তভার পান পুলিশ অফিসার মৌসুমী দেববর্মা। পরে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় মহিলা পুলিশ অফিসার শিবানী দেববর্মাকে। একই বছরের ৩১ ডিসেম্বর আদালতে চার্জশিট জমা পড়ে। তদন্তে উঠে আসে, টিআর-০২-০০২৬ নম্বরের একটি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই বাংলাদেশি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ জুন ।। অনুপ্রবেশের দায়ে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে দেবদারু ফাঁড়ির পুলিশ। আটক দুই ব্যক্তিকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় সন্দেহজনক অবস্থায় থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ভারতে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, মহিলা-সহ আহত ৪, আশঙ্কাজনক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৫ জুন।। বিশ্রামগঞ্জ-মেলাঘর সড়কে দুই গাড়ির সংঘর্ষে মহিলা-সহ চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে আদিবাসী কলোনি এলাকার ২ নং ডন বসকো স্কুলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলার এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

জানা গেছে, টি আর-০১-ই-৩৭৫৯ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বলেরো গাড়ি এবং টি আর-০৩-ডি-৩৪৩৮ নম্বরের একটি মারুতি ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় শংকর দাস, বিজন দাস মহন্ত, সোমালি বেগম এবং রুপা দে আহত হন।

বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. চাঁদিনী দেববর্মা জানান, আহত শংকর দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত ২, ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক ফ্ল্যাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ।। ভরদুপুরে শহরের রামনগর এলাকায় হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি। আকস্মিক ওই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। অনেকেই দ্রুত ফ্ল্যাট ছেড়ে নিচে নেমে আসেন এবং আশপাশের এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিস্ফোরণের মতো একটি জোরালো শব্দ শোনা যায়, যার ফলে ভবনের কিছু অংশ কেঁপে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলে মুহূর্তের মধ্যেই ফ্ল্যাটের একাংশ ঝলসে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভবনের অন্তত ১২ থেকে ১৩টি ফ্ল্যাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ওই ঘটনায় দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ২৬ জুন, ২০২৬ ইং
১১ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চিরভাস্বর

জন্মিলে মরিতে হইবে, ইহা চিরন্তন সত্য। জীবতকালে কিছু মানুষ এমন কিছু কাজ করিয়া যান যাহা চিরকাল মানুষ স্মরণ করেন। শুধু মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিলেই মানব জীবন সার্থক হয় না। মানুষের জন্য সমাজের জন্য দেশের জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারিলেই মানব জীবন সার্থক হয়। সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যাহারা আমাদের কাছে চির ভাস্কর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম জয়ন্তীতে তাহার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬ জুন ১৮৩৮ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং - ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ প্রায়াত হন। ভারতের বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি শহরের নিকটস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাহার অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহাকে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে, সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছদ্মনাম হিসেবে কমলাকান্ত নামটি বাছিয়া নিয়াছিলেন। তাহাকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। এছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য সম্রাট হিসেবে পরিচিত।

সরকারি কর্মকর্তা, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর
উল্লেখযোগ্য রচনাবলি
আনন্দমঠ,দুর্গেশনন্দিনী,রাজসিংহ
দাম্পত্যসঙ্গী,রাজলক্ষ্মী দেবী,
স্বাক্ষর রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের কবিতা বন্দে মাতরম ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

সরকারি চাকরি করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশদের শোষণ ও মানুষের মনের কোনে জমিতে থাকা স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতিধ্বনি অনুভব করেন।

রাষ্ট্রীয় সংগীত রচয়িতা

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগীত বন্দে মাতরম গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। এই সংগীত ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশ প্রেমিক সংগ্রামীদের কণ্ঠস্বর হইয়া উঠিয়াছিল।ভারতের সকল বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী এই গানটিকে তাহাদের মনে স্থান দিয়াছিলেন সংগ্রামের মন্ত্র হিসাবে। সকল ধর্মের সংগ্রামীরা ব্রিটিশ শাসকের কাছে প্রাণ দেয়ার পূর্বে বন্দে মাতরম গাইয়াছেন।সর্ব কনিষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির কাষ্ঠে নির্ভীক ভাবে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে গাইয়াছেন বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম মন্ত্রে ইংরেজরা এতটাই ভয় পাইয়াছিল যে এই গানটি পরে তাহারা নিষিদ্ধ করে।বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা নিজের জীবন গড়ে তুলিয়াছিলেন ও দেশের মুক্তির জন্য মসী ' ধরিয়িছিলেন , তাহা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের কাছে এখন সমসাময়িক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতাদর্শ ও ভাবধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য আমাদের প্রয়াস নিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কবি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে আমরা এতটা দীক্ষিত হইতে পারিতাম না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩ বছর পরও আমাদের কাছে গর্বের

শ্রদ্ধার। চিরকাল দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধার আসনে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে এটাই হোক আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন

উদয়পুর, ২৫ জুন: ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডিএনএ ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়-এর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক ড. প্রসেনজিৎ দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিল-এর যুগ্ম সদস্য-সচিব অঞ্জন সেনগুপ্ত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকারিক ও ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়-এর অধ্যক্ষ বিকাশ নাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুতপা সুর। ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধনের পর অতিথিদের উত্তরীয় ও স্মারক প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে বৃক্ষে জল প্রদান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রদর্শনী। ডিএনএ হলঘরে শিক্ষার্থীরা সুগার টেস্ট, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, বর্জ্য পদার্থ পুনর্ব্যবহার করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরির পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মডেল উপস্থাপন করে। তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও উপস্থাপনা উপস্থিত অতিথি, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের প্রশংসা কুড়ায়।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বক্তারা ডিএনএ ক্লাবের গুরুত্ব, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে এ ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের সাবলীল ইংরেজি ভাষায় উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন তারা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ডিএনএ ক্লাবের শিক্ষক-সমন্বয়ক পাপ্পু মজুমদার। পরিশেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুতপা সুর। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, নবগঠিত ডিএনএ ক্লাব শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নতুন ভারত সন্দেহ থেকে আস্থার দিকে, ভয় থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

শ্রী পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী

বিগত কয়েক দশক ধরে, ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাগরিকদের নিয়ে গভীর অনাস্থার সঙ্গে কাজ করত। সামান্য প্রক্রিয়াগত ভুল বা কর্তৃপক্ষের সামান্যতম সন্দেহের জন্য তাদের অপরাধী মনে করা হত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মোদী সরকার সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস আর সহানুভূতির ওপর ভিত্তি করে নীতি তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার, আইনি ও প্রশাসনিক নিয়মকানুন পালন সহজ করা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাগুলো বোঝার জন্য ভারতের আইনি পরিমণ্ডলকে উন্নত করতে উল্লেখযোগ্য কিছু বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে নিয়মকানুন পালনের বোঝা কমানো, ডিজিটাইজেশন, বা সিঙ্গল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে, মূলত শাসন ব্যবস্থাকে আরও যুক্তিসঙ্গত এবং কার্যকর করা হয়েছে।

আস্থা ও সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রীর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার এই মন্ত্র জন বিশ্বাস আইন, ২০২৬ এবং ২০২৩ সালের অনুরূপ আইনেও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

নাগরিক বান্ধব - নাগরিকবান্ধব নিয়মকানুন তৈরি করতে এবং আইন কানুন মানার প্রবণতাকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য, নতুন আইনটিতে ছোটখাটো অপরাধ নিয়ে কিছু স্পষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে আছে- শাস্তি প্রদান করার আগে সতর্ক করা, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী জরিমানা নির্ধারণ করা, দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে সমাধান করা, এবং এবং শাস্তির এমন একটি গতিশীল কাঠামো তৈরি করা যা সময়ের সাথে সাথে পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযোগী করে তোলা যাবে, যাতে আইনটি কার্যকর, প্রাসঙ্গিক এবং সময়ের সাথে মানানসই থাকে।

এটি নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, বিধি-বিধান পরিপালন এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, ঔপনিবেশিক আমলের শাসন-পদ্ধতি বা আইনি কাঠামো ব্যবহার করে একবিংশ শতাব্দীর ভারতের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব নয়। এই ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই সংস্কারের ব্যাপ্তিও ছিল অভূতপূর্ব। 'জন বিশ্বাস আইন'-এর মাধ্যমে ২৩টি মন্ত্রকের আওতাধীন ৭৯টি কেন্দ্রীয় আইনের মোট ৭৮৪টি বিধান সংশোধন করা হয়েছে। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এর আওতায় ৭১৭টি বিধানকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৬৭টি বিধানকে যৌক্তিক ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের আইনের ইতিহাসে অপরাধের তালিকা থেকে বিধান বাদ দেওয়ার (ডিক্রিমিনালাইজেশন) ক্ষেত্রে এটিই ছিল কোনো বড় উদ্যোগ।

এই আইনটির মাধ্যমে ১ হাজারেরও বেশি অপরাধ সংক্রান্ত বিধানকে যৌক্তিক করা হয়েছে, পুরনো ও অপ্রয়োজনীয় বিধানগুলো বাতিল করা হয়েছে, ঔপনিবেশিক আমলের অপ্রাসঙ্গিক অপরাধের ধারাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ফৌজদারি আদালতের বাইরে বিচার ও আপিল ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

স্বাগতযোগ্য পরিবর্তনসমূহ — আগে, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো বাড়ি, ভবন বা যানবাহনে উপস্থিত থাকার জন্য 'সন্তোষজনক ব্যাখ্যা' দিতে না পারলে যে কাউকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া যেত। এটি ছিল ঔপনিবেশিক আমলের সেই সন্দেহ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যেখানে সাধারণ চলাফেরাকেও সম্ভাব্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। সংস্কারের মাধ্যমে এই অপরাধের বিধানটি পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে এবং আইনটিকে আধুনিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী ব্যবস্থায়, কোনো ব্যক্তির ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিন রাস্তায় গাড়ি চালালেই তাকে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হতে হতো। নতুন আইনে এ ক্ষেত্রে ৩০ দিনের একটি বাড়তি সময় (গ্রেস পিরিয়ড) দেওয়া হয়েছে।

এমন একজন ক্ষুদ্র উৎপাদকের কথা বিবেচনা করা যাক যিনি "অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট" -এর অধীনে নিবন্ধনের তথ্য নবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আগে এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো, কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র বারবার নিয়ম অমান্য করলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান করা হয়েছে।

একইভাবে, কোনো খনি কোম্পানির নথিপত্র সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেও আগে কারাদণ্ড দেওয়া হতো। বর্তমানে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কেবল দেওয়ানি জরিমানা বা আর্থিক দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। অবৈধ খনন, জালিয়াতি, ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন এবং জনস্বার্থের গুরুতর লঙ্ঘন করার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা বহাল থাকলেও, কেবল নথিপত্র বা কাগজপত্রের ত্রুটির জন্য তা প্রযোজ্য নয় বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

সবার জন্য ১২ বছরের অর্জন — 'জন বিশ্বাস' আইনটি দেশের সকল নাগরিকের জীবনযাত্রাকে সহজ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টারই একটি প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকাকালীন এই ১২ বছরে এটিই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

'জন বিশ্বাস ২০২৬' আইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ২০২৩ সালে, প্রথম 'জন বিশ্বাস' আইনের মাধ্যমে ভারত ৪২টি আইনের অন্তর্গত ১৮৩টি বিধানকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল (ডিক্রিমিনালাইজেশন)। সেই উদ্যোগটি প্রমাণ করেছিল যে, আইন প্রয়োগের কঠোরতা বা কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ না করেও অপরাধের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। ২০২৬ সালের এই আইনটি সেই কার্যক্রমকে প্রায় চারগুণ সম্প্রসারিত করছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন বা এককালীন উদ্যোগ নয়, বরং সংস্কারের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বৃহত্তর লক্ষ্য- নতুন এই আইনটি মূলতঃ ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বৃহত্তর লক্ষ্যেরই একটি অংশ। এই প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করার চেষ্টা করেছেন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অর্থ সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করেছেন। এটি কংগ্রেস শাসনামলের সেই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত, যখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন যে, জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা অর্থের মাত্র ১৫ শতাংশই প্রকৃত অর্থে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছায়। কম গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক বিধানের পরিবর্তে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এটি কেবল সাধারণ নাগরিকদের জন্যই সুবিধাজনক নয়, বরং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্যও সহায়ক। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সাধারণ বা পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিবর্তে গুরুতর লঙ্ঘনের বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দিতে পারে।

পাশাপাশি, আদালতগুলোও এমন সব মামলার দিকে বেশি নজর দিতে পারে যেখানে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ সত্যিকার অর্থেই প্রয়োজন। অর্থনীতি ও বিনিয়োগ-এর সুফল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার গণ্ডির বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ধরে, ছোটখাটো বা কারিগরি ত্রুটির জন্য ফৌজদারি বিচারের আশঙ্কা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। নীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংস্কার এই প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'জন বিশ্বাস ২০২৬' -এর লক্ষ্য হলো ভারতকে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য আরও অধিকতর পূর্বাভাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে এই অগ্রগতির গতিধারাকে আরও জোরদার করে তোলা।

আইনের এই সংস্কার বিচার ব্যবস্থাকেও স্বস্তি দিচ্ছে। সারা দেশে ৫.৫ কোটিরও বেশি বিচারাধীন মামলা রয়েছে, যার মধ্যে, জেলা ও অধস্তন আদালতগুলিতে প্রায় ৪.৯ কোটি মামলা রয়েছে। এই মামলাগুলির মধ্যে অনেকগুলোই ছোটখাটো ঘটনার মত বিষয় সম্পর্কিত রয়েছে, যেগুলোকে এখন অপরাধমুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের মামলাগুলোকে প্রশাসনিক নিষ্পত্তির মাধ্যমে স্থানান্তর করা কেবল একটি ব্যবসায়িক সংস্কারই নয়, এটি একটি বিচারিক সংস্কার, যা আদালতকে তাদের সীমিত সময় ও সম্পদকে গুরুতর বিরোধ এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নে মনোযোগ প্রদান করার মত সুযোগ করে দিচ্ছে। গুরুতর আইন লঙ্ঘন করার মত ঘটনার ক্ষেত্রে গুরুতর শাস্তি অব্যাহত রাখা হয়েছে। যেখানে কঠোর শাস্তির বিধান রাখার প্রয়োজন, সেখানে আইন কঠোরই থাকছে। যা বদলাচ্ছে তা হলো দৃষ্টিভঙ্গি। এইভাবে শাসনব্যবস্থা এখন সন্দেহ থেকে আস্থায়, বিচার থেকে সংশোধনে এবং ভয় থেকে স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধটি আসলে কেন হয়েছিল ?

জেরেমি বোয়েন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর হামলা চালানোর ভুল সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি তুলে ধরেছে।

মানবিক ক্ষয়ক্ষতি ইতোমধ্যেই স্পষ্ট। ইরান ও লেবাননে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই বেসামরিক।

যুক্তরাষ্ট্র এবং পরোক্ষভাবে ইসরায়েলও একটি কৌশলগত পরাজয়ের মুখে পড়েছে।

তেহরানের শাসনব্যবস্থা তাদের সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েছিল--- বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের পরাশক্তি ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে তাদের দুর্বল বা ধ্বংস করার প্রচেষ্টা।

কিন্তু এই শাসনব্যবস্থা শুধু টিকেই থাকেনি; বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাসসহ অন্যান্য সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ যে পথ দিয়ে চলাচল করে- সেই হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার কৌশল ট্রাম্পকে এমন কিছু ছাড় দিতে বাধ্য করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইরানবিরোধী কট্টরপন্থি গোষ্ঠী এবং ইসরায়েলি সরকারকে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন করেছে।

সমঝোতা স্মারকটিতে লেবাননের যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসরায়েলের মতে, এটি সম্ভব নয়। তারা লেবাননে অবাধ সামরিক স্বাধীনতা চায়, যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে আরও গভীর বিভাজন তৈরি করতে পারে এবং আমেরিকার সঙ্গে কোনো চুক্তির বিরোধী ইরানের কট্টরপন্থিদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে।

প্রণালি আবার খুলে দেওয়ার বিনিময়ে এই স্মারকে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দর অবরোধ তুলে নেবে, তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে- যার ফলে ইরান বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারবে। একইসঙ্গে বিদেশে জব্দ থাকা ইরানের সম্পদ মুক্ত করে আরও বিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করার কথা বলা হয়েছে। এর পর শুরু হবে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে কঠিন আলোচনা। এই সবকিছু ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ২৭শে ফেব্রুয়ারির অবস্থায়, যেটি ছিল যুদ্ধের আগের দিন। সেই দিন হরমুজ প্রণালি খোলা ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আলোচকরা পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের ফলে আলোচকরা আবার কাজে ফিরবেন এবং জাহাজগুলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টে জো বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক্স-এ লিখেছেন, 'এই যুদ্ধবিরতির একমাত্র "অর্জন" হলো হরমুজ প্রণালির সম্ভাব্য পুনরায় খোলা- যা যুদ্ধ শুরুর আগেও খোলা ছিল। আর সেটি করতে গিয়েও সম্ভবত আমাদের ইরানকে অর্থ দিতে হবে'।

তবে যুদ্ধটি আসলে কেন হয়েছিল এই প্রশ্নটি অনিবার্য এবং তা দূর হবে না। এটি এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

এটি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সমাপ্তির সূচনাও হতে পারে। অক্টোবরে নির্বাচনের মুখোমুখি হয়ে তাকে নিরাপত্তা ব্যর্থতার জন্য ভোটারদের জবাবদিহি করতে হবে, যে ব্যর্থতার কারণে ইসরায়েলের শক্তিশালী সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর গাজা থেকে হামাসের আক্রমণ পরিকল্পনা শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

নেতানিয়াহুর কঠোর সামরিক নীতি ও কূটনীতিকে অবজ্ঞা করার পেছনে অন্তত আংশিক উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে ইসরায়েলের "মিস্টার সিকিউরিটি" হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

তেহরান সবসময় হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার সম্ভাব্য শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, কূটনীতিক এবং গোয়েন্দারাও তা জানত।

কিন্তু ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি, যিনি একজন সতর্ক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনি প্রণালীটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের ঝুঁকি নিতে চাননি।

যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েল তাকে এবং তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের হত্যা করার পর, তার উত্তরসূরিরা সঠিকভাবেই মনে করেছিল যে তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে রয়েছে এবং প্রণালি বন্ধ করতে দ্বিধা করেনি। ইরান এখন বুঝতে পেরেছে যে বৈশ্বিক অর্থনীতির এই সংকীর্ণ প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ কতটা শক্তিশালী অস্ত্র। মধ্যপ্রাচ্যে বহু বছর ধরে বিপুল অর্থ ব্যয়ে গড়ে তোলা মিত্র ও প্রতিনিধির নেটওয়ার্কের তুলনায় এটি ব্যবহারে সহজ এবং অনেক সস্তা। সিরিয়ার আসাদ শাসনব্যবস্থা, ২০২৪ সালের শেষ দিকে যেটির পতন হয়েছে, সেটি ছাড়া ইরানের তথাকথিত "প্রতিরোধ অক্ষ" বা সমর্থনকারী শক্তিগুলো কোনোভাবে এখনো টিকে আছে। তবে ইসরায়েলের আঘাতে তা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তারা আদৌ কতটা "প্রতিরোধ" করতে পারবে, তা এখন অনিশ্চিত।

ইরান একটি পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যা তারা অস্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে নয় বলে দাবি করলেও বাস্তবে তা তেহরানের জন্য হুমকি হওয়ার পাশাপাশি একটি বিকল্প হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে।

কিন্তু এটি এমন একটি যুদ্ধ উসকে দিয়েছে, যার ফলে শাসনব্যবস্থা টিকে থাকলেও ইরানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালি বন্ধ করা সহজ ছিল এবং এর দ্রুত ও বিধ্বংসী প্রভাব আরবের তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের বড় অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান বাহিনী কিছু কৌশলগত জয় অর্জন করেছিল। কিন্তু তা কৌশলগত পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না। কারণ শাসন পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে তাদের কৌশলটি ছিল ভুল ও অলস অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে। তারা মনে করেছিল সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। এটি ভেনেজুয়েলার মতো নয়, যেখানে একজন নেতা অপহৃত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখে পড়ার পর ভেঙে পড়েছিল দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা।

ইরানের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে দুর্নীতিগ্রস্ত ও কঠোর দমনমূলক। জানুয়ারিতে তাদের বাহিনী রাস্তায় হাজারো বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে। তবে এটি একটি আদর্শবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জাতীয় নিরাপত্তা, আত্মত্যাগ ও টিকে থাকার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা ১৯৮০-এর দশকে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের সঙ্গে বিধ্বংসী যুদ্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন তেহরানের শাসনব্যবস্থা পতন হবে। তিনি ইরানি জনগণকে তাদের দেশ পুনরুদ্ধারের 'প্রজন্মে একবার আসা সুযোগের' জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

অল্প সময় পরই তিনি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান।

নেতানিয়াহু, যিনি এর আগে বহুবার হোয়াইট হাউসে বসা ট্রাম্পের পূর্বসূরিদের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাজি করাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যাশিত ঘটনার ব্যাপ্তি বোঝাতে বাইবেলের ভাষা ব্যবহার করেন 'এই জোট আমাদের ৪০ বছর ধরে যার আকাঙ্ক্ষা করেছি তা করতে দেবে- সেটা হলো সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা'। কিন্তু দুজনের কেউই তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

এই সমঝোতা স্মারক কোনো চূড়ান্ত চুক্তি নয়। এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্যু- ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরুর একটি চুক্তি।

তবে এতে ইরানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছাড় আগে থেকেই যুক্ত করা হয়েছে। আলোচনা এগোলে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা বলেছে। সবকিছু নির্ভর করছে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে ৬০ দিনের আলোচনার সফলতার ওপর যা জটিলতার কারণে বাড়ানো হতে পারে এবং সম্ভবত বাড়ানোই হবে।

দুই পক্ষই একে অপরকে বিশ্বাস করে না। অনেক কিছুই ভুল হতে পারে।

ওয়াশিংটন, তেহরান এবং ইসরায়েলের কঠোরপন্থিরা চায় না এই চুক্তি সফল হোক।

ইরান আসন্ন আলোচনায় অতিরিক্ত কঠোর অবস্থান নিতে পারে, যা তাদের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক লাভকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

তবুও এই চুক্তি হাজারো প্রাণহানি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা সৃষ্টি করা যুদ্ধের তুলনায় অনেক ভালো। যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয়ের সন্তুষ্টি অনুযায়ী একটি পারমাণবিক চুক্তি হয় এবং উভয় পক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য বদলে যেতে পারে। তবে সেটি একটি বড় "যদি" এবং দীর্ঘ ও কঠিন আলোচনার শেষে উত্তরের ওপর নির্ভর করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অ্যাম্বাসি উপলক্ষ্যে মহিলাদের দুধ ও আম বিতরণ করা হয় আগরতলায়।

তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও নদীভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শনে যৌথ প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: সিপাহীজলা জেলার মোহনভোগ আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও নদীভাঙন পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আজ যৌথ পরিদর্শন করা হয়। সকালে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নদীভাঙনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। উপস্থিত আধিকারিকগণ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন।

পূর্ত দপ্তরের (আর অ্যান্ড বি), মেলাঘর ডিভিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ইতোমধ্যে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি পরিমাপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগীয় আধিকারিকগণ আশা প্রকাশ করেন যে প্রস্তাব অনুমোদনের পর দ্রুত পুনর্নির্মাণ কার্য্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। এদিকে, জনগণের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কটি সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে একটি বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় ওয়ার্ড নং-১ এলাকায় মুস্তাফার জমির উপর দিয়ে একটি অস্থায়ী বাইপাস রাস্তা নির্মাণ করা হবে। উক্ত রাস্তার উপর ইট বিছিয়ে যান চলাচলের উপযোগী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মেলাঘর ডিভিশনের আধিকারিকরাও নদীভাঙন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তারা জানান যে, নদী তীর সংরক্ষণ এবং ভাঙন প্রতিরোধের লক্ষ্যে বোল্ডার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে ভূমিক্ষয় ও নদীভাঙনের ঝুঁকি হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় রেখে দ্রুত কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে অতি শীঘ্রই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা যায় এবং সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ লাঘব হয়।

এই যৌথ পরিদর্শনে মোহনভোগ আর.ডি. ব্লকের ব্লকের বি ডি ও, পূর্ত (আর অ্যান্ড বি) দপ্তরের মেলাঘর ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার ও অন্যান্য আধিকারিক, জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মেলাঘর ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার, মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ, তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সচিব এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট ডেভেলাপারস অ্যাসোসিয়েশনের এক বছর পূর্তি উদযাপন

আগরতলা, ২৫ জুন: ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট ডেভেলাপারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অসিত বরণ সাহা, সম্পাদক অভিজিৎ দেবসহ অন্যান্য পদাধিকারীরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এক বছর আগে রাজ্যের রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিল্ডার ও ডেভেলপারদের নানা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। বিগত এক বছরে সংগঠনটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবি করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্পাদক অভিজিৎ দেব বলেন, সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, আরবান ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর তমাল মজুমদার, টি-রেরা -র চেয়ারম্যান বিদ্যুৎ দত্ত, নোডাল অফিসার প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য এবং ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায়সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে রাজ্যের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রিয়েল এস্টেট খাতের বিকাশে সংগঠনটি আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং উন্নয়নের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে যাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি লিটন সাহা ও দিলীপ সূত্রধর, কোষাধ্যক্ষ সুমিত সাহা, সহ-সম্পাদক পার্থ শর্মা ও নিখিল দেবনাথসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। এক বছর পূর্তির এই অনুষ্ঠানে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ধর্মনগরে জেলা শাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান, বিক্ষোভে আমরা বাঙালি সংগঠন

ধর্মনগর, ২৫ জুন: রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মনীষা দাসের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার ধর্মনগরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আমরা বাঙালি সংগঠন। এদিন সংগঠনের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঁচ দফা দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেলে মনীষা দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যজুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশের আগেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা নিরপেক্ষ তদন্ত নিয়ে জনমনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মনীষা দাসের মৃত্যুর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি-সহ পাঁচটি দাবির কথা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

ধর্মনগরের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

ধর্মনগর, ২৫ জুন: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র মহেশ স্মৃতি রোডে অবস্থিত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের মধ্যে। ধর্মনগর পৌরসভার কার্যালয় থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে অবস্থিত এই কেন্দ্রটির চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে খালি মদের বোতল, মানুষের মলমূত্র এবং বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা। ফলে এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে তীব্র দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পাশাপাশি শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুবিধারও অভাব রয়েছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাবে অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের এই কেন্দ্রে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করছেন বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত এই সরকারি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। যদিও বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে, তবুও অধিকাংশ বাসিন্দাই প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে মন্তব্য করতে রাজি হননি। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নজরদারি ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের মতে, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অবস্থা যদি এতটাই শোচনীয় হয়, তাহলে প্রত্যন্ত এলাকার কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হতে পারে। অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা অবিলম্বে কেন্দ্রটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করা এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র শিশুদের পুষ্টি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং সার্বিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবহেলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখন দেখার বিষয়, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর বিষয়টি কত দ্রুত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No-e- 10/AGRI/EE/MECH/2026-27

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03:00 PM on 01/07/2026.

SL NO.	DNIEIOI NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1	e-10/AGRI/EE(M)/2026-27	Setting up of Automated Irrigation System & Water Harvesting System for the Centre of Excellence for Flowers at Lambucherra under the Indo-Dutch Work Plan. **Sub-Head:** Supply of refrigerated vehicle of 2 MT capacity, fabricated with PUF, complete in all respects.	**Rs.20,00,000.00**	1,000/-	Rs. 40,000/-	01/07/2026 up to 3.00 PM	01/07/2026 4.00P.M. [if possible]	Bonafide Prospective Manufacturers / Authorized Distributors / Dealers / Supplying Agencies / Firms having adequate experience in successful supply of Refrigerated Van to the State Govt./Central Govt. or the State/Central Govt. undertakings, PSUs /Agencies or Corporate Sectors of high reputation with a minimum period of three years.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

Sd/-
(Er. Falgun Debbarma)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

ICA/C-958/26

বিজ্ঞপ্তি

Reference : Bishalgarh PS UD Case No- 017/2026 Dated - 21.06.2026, U/S 194 BNSS

উপরিউক্ত ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। যাহার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর, **উচ্চতা** - প্রায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, **গায়ের রঙ** - শ্যামলা, **চুল** -কালো ও সাদা , ৪ ইঞ্চি লম্বা, **পরিধেয় বস্ত্র** - একটি কালো ও সাদা হাফপ্যান্ট। গত ২১-০৬-২০২৬ তারিখ আনুমানিক ০.৮.১০ ঘটিকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ মৃতদেহ বিশালগড় এসডি হাসপাতালে আনা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত মৃতদেহটি শনাক্তকরণের জন্য ৭২ ঘণ্টার জন্য এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। উপরিউক্ত অপরিচিত মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কেহ কোনো পরিচয় পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা -
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ নম্বর ঃ-
৯৪০২১৪৪৪৪১ (এসপি, ডিআইবি)
৯৮৬২৬৭৬৬২৩ (ওসি বিশালগড় থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার
সিপাহীজলা, ত্রিপুরা

ICA/D/430/26

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD on 01/07/2026.

TENDER

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	4th Call for the Repairing Work of 07(Seven) nos Dysfunctional Girls and Boys Toilet under Jolaibari RD Block of South Tripura District for the year 2025-26. PNIeT No: 47/EE/ENGG. CELL/DSE/2026-27 DNIeT No: 172/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26.	Rs.1050000.00	Rs.21000.00	30 days	01-07-2026 17:30 Hrs	02-07-2026 11:00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2.	Repair and renovation of existing toilet blocks in Gopinagar SB, Sukhomoy Bhumihin col JB, Ujan Pathaliaghat SB, Dwarkai Kaipeng JB, Ujan Larma SB and Dulkaipara JB schools under Jampuijala and Bishalgarh Blocks of Sepahijala District under PM Special Scheme for the year 2025-26(2nd Call). PNIeT No: 48/EE/ENGG. CELL/DSE/2026-27. DNIeT No: 24/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27.	₹1574003.00	₹ 31480.00	30(Thirty) days	01-07-2026 17:30 Hrs	02-07-2026 11:00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3.	Repairing work of 02(Two) nos Toilets in 02(Two) nos Schools in Tilla Bari Model Eng. Med. JB School and Jumia Colony Eng. Med. JB School under Kathalia and Nalchar RD Blocks of Sepahijala District for the year 2026-27(2nd Call). PNIeT No: 49/EE/ENGG. CELL/DSE/2026-27 DNIeT No: 15/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27.	Rs.360000.00	Rs.7200.00	60 days	01-07-2026 17:30 Hrs	02-07-2026 11:00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders gov in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/604-06 Dated, Agartala the 24/06/2026

Executive Engineer
Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu
Bihar Complex

ICA/C-947/26

গুরু-শিষ্য পরম্পরা প্রকল্পে আবেদনপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (এনইজেডসিসি)-এর গুরু-শিষ্য পরম্পরা প্রকল্পে (২০২৬-২৭) যেকোন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। লোকনৃত্য/ লোক সংগীত, বাঁশ/ বেত/ কাঠ খোদাই, যাত্রা, মুখোশ তৈরী বিশেষ করে এই অঞ্চলের মৃত প্রায় এবং লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ৪৫ থেকে ৭০ বছর বয়সী ব্যক্তি এক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন। গুরু হিসেবে মনোনীত এবং নিযুক্ত ব্যক্তি একজন সহকারি নিযুক্ত করতে পারবেন। ৪ জন শিষ্যকে (১৫ থেকে ২৫ বছরের) এক বছরের জন্য প্রশিক্ষণ দেবেন। গুরু প্রতিমাসে ৭.৫০০ টাকা, সহকারি প্রতিমাসে ৩,৭৫০ টাকা এবং শিষ্য প্রতিমাসে ১,৫০০ টাকা সাম্মানিক পাবেন। আবেদনকারীকে উপযুক্ত নথিপত্র এবং বায়োডাটা সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যে আর্ট এন্ড কালচার/ কালচার্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল ৩১ আগস্ট, ২০২৬। এজন্য আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত তথ্য এনইজেডসিসি''র ওয়েবসাইট www. nezccindia.org.in এ পাওয়া যাবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE-JRN/PWD/2026-27 Dated: 24-06-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES / Railway **up to 3.00 P.M. on 02-07-2026** for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 10/B/DNIe-T/EE-JRN/ PWD (R&B)/2026-27	Rs 6,38,103.00	Rs 12,762.00	30(Thirty) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 11/R/DNIe-T/EE-JRN/ PWD(R&B)/2026-27	Rs 11,34,052.00	Rs 22,681.00	45 (Forty Five) Days	Appropriate Class

☞Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f **25-06-2026 to 02-07-2026.**
☞Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: **02-07-2026 up to 15.00 Hrs**
☞Date and Time for Opening of BID: **02-07-2026 up to 15.30 Hrs**
☞Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
☞Class of tenderer :- Appropriate Class.
☞Bid Fee: **Rs. 1,000.00 (Rupees One Thousand) Only each, Non refundable**
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura
eejirania@gmail.com

ICA/C/952/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/KLSD/2026-27 dated 24/06/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 02-07-2026 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening ofBid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIT No. 05/EE/KLSD/2026-27	Rs. 24,14,429.00	Rs. 48,289.00	120 Days	Upto 15.00 Hrs on 02/07/ 2026	At 16.00 Hrs 02/07/2026	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division. PWD(R&B),
Kailashahar. Unakoti District. Tripura

ICA/C-956/26

ধলাই জেলার কমলপুরে মা ও নবজাতকের প্রাণ রক্ষার্থে গর্ভবতী মায়ের জরুরি ভিত্তিতে সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: ধলাই জেলার কমলপুরের বিমল সিনহা স্মৃতি মহকুমা হাসপাতালে গত ২১ জুন, ২০২৬ তারিখে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এক গর্ভবর্তী মায়ের জরুরি সিজারিয়ান ডেলিভারি সফলভাবে সম্পন্ন করেন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগন। কমলপুরের মানিকভান্ডার এলাকার বাসিন্দা অনিমা দেববর্মা নামে ৩২ বৎসর বয়সী গর্ভবতী মহিলার বিভিন্ন উপসর্গ সহ রক্তপাত দেখা দেয়, সেই সাথে মহিলার রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল। সোনোগ্রাফিতে প্লাসেন্টা সঠিক অবস্থানেই ছিল, কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ এবং গর্ভস্থ শিশুর মেকোনিয়াম বা গর্ভেই মলত্যাগ করার কারণে মহিলার ফেটাল ডিসট্রেস-এর সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা না করালে শিশুর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই মা ও শিশুর জীবন রক্ষার্থে স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ বিপাসা দেববর্মা সময় নষ্ট না করে জরুরি ভিত্তিতে 'জরুরি সিজারিয়ান ডেলিভারি' বা 'সি-সেকশন' করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সিজারিয়ান সেকশনের জন্য দ্রুত একটি টিম গঠন করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে মা ও শিশুর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গর্ভবতী মহিলা ৩ কেজি ওজনের এক সুস্থ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। চিকিৎসাধীন থাকার পর মা এবং নবজাতক শিশু সুস্থ হয়ে উঠলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। এই দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্তের ফলেই মা এবং নবজাতকের প্রাণ রক্ষা পায়। উক্ত অস্ত্রোপচারে স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ বিপাশা দেববর্মার সাথে ছিলেন অ্যানেস্থেসিস্ট ডাঃ সুইফ্রু মগ চৌধুরী, ওটি নার্সিং অফিসার নমিতা দাস, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট রাণাদিত্য দেববর্মা সহ স্বাস্থ্যকর্মী প্রবীর দেববর্মা, হেমা দেববর্মা ও গৌরাঙ্গ চন্দ প্রমুখ। এই সফল অস্ত্রোপচারে মা এবং নবজাতকের প্রাণ রক্ষার জন্য মহিলার পরিবার পরিজনেরা বিমল সিনহা স্মৃতি মহকুমা হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সহ পুরো টিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জনান। ধলাই জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিকের কার্য্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে অ্যান্ড জিবি হাসপাতালে বিশেষ (এভি) ফিস্টুলা তৃতীয় সার্জিক্যাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা-র বিশেষ উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে এবং শিজা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় গত ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম এবং গত ২১ মে ও ২২ মে দ্বিতীয় এভি (আর্টেরিও ভেনাস) ফিস্টুলা ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দুই ক্যাম্প মিলিয়ে সর্বমোট ৪৮ জন রোগীকে এ.ভি (আর্টেরিও ভেনাস) ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে কিডনি রোগ ও রেনাল ফেইলিউরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই কথা মাথায় রেখে আবারও আগামী ২৯ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত শুরু হতে যাচ্ছে তৃতীয় বিশেষ এ.ভি (আর্টেরিওভেনাস) ফিস্টুলা সার্জিক্যাল ক্যাম্প। ২৯ জুন বিকাল ৪:৩০ মিনিট থেকে স্ক্রিনিং শুরু হবে। তাদের মধ্যে যেসব রোগীর চিকিৎসা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবেন, তাদের পর্যায়ক্রমে এই ক্যাম্পে এ.ভি (আর্টেরিওভেনাস) ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন করা হবে। ৩০ জুন এবং ১ জুলাই পর্যন্ত চলবে সার্জিক্যাল ক্যাম্প। আজ পর্যন্ত ৪২ জন রোগী রেজিস্ট্রেশান হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস রোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

রাজ্যের বাইরে রেফারেলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে, রোগীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল রাজ্যের জনগণের জন্য উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গরমে কোন ডাল রোজ খেতে পারেন

রুটি খান বা ভাত, সঙ্গে এক বাটি ডাল রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। পুষ্টিবিদদের মতে, ডাল হলো উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের ভাণ্ডার। আয়রনের খনি। ফাইবারে ভরপুর। এক বাটি ডাল খেলে যেমন পেট ভরে, তেমনই শরীরে একাধিক পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়। কিন্তু কোন ডাল খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার মেলে জানেন? বিশেষজ্ঞরা সাধারণত সব ধরনের ডাল-ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে সম্প্রতি আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ সুভাষ গোয়েল মুগ ডাল খাওয়ার কথা বলেছেন।

১. কী বলছেন বিশেষজ্ঞ? সম্প্রতি একটি পডকাস্টে মুগ ডালের স্বাস্থ্যগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে যদি কোনও সুপারফুড থেকে থাকে, তা হলো এই হলুদ ডালমুগ ডাল। এমন কোনও খনিজ বা ভিটামিন নেই, যা এতে পাওয়া যায় না... এটি তৈরি করাও সবচেয়ে সহজ, শুধু একটু দেশি ঘি দিন... আপনার শরীরকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বড় সুপারফুড। এটি পেশি মজবুত রাখে এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটি আপনার পাচনতন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত নাড়ি-নক্ষত্রে পুষ্টি জোগায়।'

২. পুষ্টিতে ভরপুর— উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম এবং প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টে ভরপুর মুগ ডাল। সব রকমের পুষ্টি পাওয়া যায় এই খাবারে। শরীরে পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে মুগ ডাল। তা ছাড়া মুগ ডালে যে পুষ্টি পাওয়া যায়, তা শরীর সহজেই শোষণ করে নেয়।

৩. সহজপাচ্য খাবার—_অনেক সময়ে ডাল খেলেও বদহজম হয়। কিন্তু মুগ ডাল সহজপাচ্য। এতে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম। তাই মুগ ডাল খেলে গ্যাস বা পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয় না। তবে আগের দিন রাতে যদি ডাল জলে ভিজিয়ে রাখেন, তা হলে এই ডাল হজম করা আরও সহজ হয়ে যায়। পেটের সমস্যা থাকলে বা কোনও অসুখে ভুগলে মুগ ডালের স্যুপ বা খিচুড়ি খেতে পারেন। এই ডাল পাচনতন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ না ফেলেই শরীরে পুষ্টি জোগায়।

৪. গরমের জন্য আদর্শ— গ্রীষ্মের দাবদাহে শরীরকে সুস্থ রাখা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের। এই মরশুমে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে মুগ ডাল খেতে পারেন। মুগ ডালের মধ্যে অরিয়েন্টিন, ভিটেক্সিন এবং ক্যাফেইক অ্যাসিডের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শরীরের উপর থেকে চাপ কমাতে সাহায্য করে। আর মুগ ডালের স্যুপ খেলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে।

৫. দূরে রাখে লাইফস্টাইল ডিজিজ এই ডালের মধ্যে থাকা ফাইবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চ রক্তচাপের ব্যক্তিরাও মুগ ডাল খেতে পারেন। এমনকী এই ডাল ডায়াবিটিসেও উপযোগী। তা ছাড়া রোজ একবাটি করে মুগ ডাল খেলেও ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় নেই। সব মিলিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় মুগ ডাল।

কলায় কেন বীজ থাকে

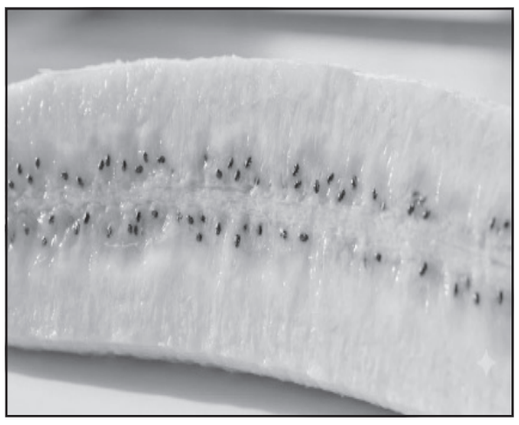

বর্তমানে কলাগাছের বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায় না। অথচ আমরা যখনই একটি পাকা কলা খাই, তার ঠিক মাঝখানে সারিবদ্ধ কিছু ছোট ছোট কালো বিন্দু বা দানা দেখতে পাই। তবে গাছ যদি না-ই হবে, তাহলে ফলের পেটে এই রহস্যময় কালো দানাগুলো কেন যুগের পর যুগ লুকিয়ে রয়েছে? বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত গোলকধাঁধায় কলার এই দানাগুলো আসলে মানবদেহের অকেজো অ্যাপেন্ডিক্সের মতোই এক রোমাঞ্চকর রহস্য, যার পেছনে লুকিয়ে আছে আদিম জঙ্গলের এক গোপন ইতিহাস। কীভাবে বীজ ছাড়াই এই গাছ পৃথিবীর বুকে টিকে রয়েছে আর কেনই বা কলার বীজ আজ কেবলই এক নিষ্ক্রিয় অতীত স্মৃতি, সেই চমকপ্রদ সত্য উন্মোচন করতে দেখুন এই ফটো স্টোরি। আমরা বাজার থেকে যে মিষ্টি ও নরম কলা কিনে খাই, তার ঠিক মাঝখানে ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো কিছু দানা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন এগুলোই কলার আসল বীজ এবং এগুলো মাটিতে পুঁতলে হয়তো নতুন কলাগাছ তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক কৃষি গবেষণা বলছে যে, এই সাধারণ কলার ভেতরের দানাগুলো থেকে কোনওভাবেই নতুন কোনও গাছ গজিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

তাহলে প্রশ্ন জাগতেই পারে, গাছ যদি না-ই হয় তবে কলার পেটে এই দানাগুলো অনর্থক কেন বছরের পর বছর ধরে রয়ে গিয়েছে? বিজ্ঞানের ভাষায় মানুষের শরীরে থাকা অপ্রয়োজনীয় 'অ্যাপেন্ডিক্স' অঙ্গটির মতোই কলার ভেতরের এই কালো বিন্দুগুলো আসলে অবিকশিত বা মৃত বীজ। আদিম যুগে কলার যে আসল রূপ ছিল, এই কালো দানাগুলো কেবল সেই ফেলে আসা ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া আদি বন্য কলায় (যেমন: মুসা একুমিনাটা) জন্মের সময় আঙুলের ডগার মতো বড় বড় এবং পাথরের মতো শক্ত বীজ থাকত। সেই বীজগুলো কিন্তু মোটেও বন্ধ্যা ছিল না এবং জঙ্গল বা পাহাড়ি পরিবেশে সেই বন্য কলার শক্ত বীজ মাটিতে পড়লে তা থেকে প্রাকৃতিকভাবেই ১০০ু নতুন কলাগাছের জন্ম হত। বনের পশুপাখিরা সেই কলা খেয়ে মলত্যাগের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে প্রাকৃতিকভাবেই কলার বংশবিস্তার বজায় রাখত।

বন্য কলার সেই শক্ত বীজের কারণে ফলটি খাওয়ার উপযোগী ছিল না বলে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে কলার জাত বদলাতে শুরু করে। প্রকৃতির বুকে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ক্রোমোজোমের এক অদ্ভুত মিউটেশন বা ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এমন কিছু কলাগাছ খুঁজে বের করে যার ফল অত্যন্ত সুস্বাদু কিন্তু বীজগুলো পরিপক্ক হয় না। মানুষ তখন সেই বিশেষ বীজহীন গাছগুলোকে বেছে নিয়ে নিজেদের সুবিধামতো আলাদাভাবে চাষ করতে শুরু করে। আমরা আজ যে বাণিজ্যিক কলা খাই, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সেগুলো আসলে জিনগতভাবে 'ট্রিপ্লয়েড' বা তিন সেট ক্রোমোজোম বিশিষ্ট উদ্ভিদ। এই তিন সেট ক্রোমোজোমের ভারসাম্যহীনতার কারণে ফুল থেকে ফল তৈরির সময় স্বাভাবিক পরাগায়ন বা নিষেক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে কলার ভেতরের ডিম্বকগুলো পূর্ণাঙ্গ বীজে রূপ নেওয়ার আগেই মাঝপথে মারা যায় এবং ফলের ভেতরে ছোট কালো বিন্দু হিসেবে রয়ে যায়।

যেহেতু আমরা যে সমস্ত উন্নত জাতের কলা খাই সেগুলোর বীজ সম্পূর্ণ বন্ধ্যা এবং মৃত, তাই চাষিরা এই গাছগুলোর বংশবৃদ্ধির জন্য বীজের ওপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করেন না। একটি পূর্ণাঙ্গ কলাগাছের গোড়ার মাটি একটু খুঁড়লেই দেখা যায়, মাটির তলা থেকে ছোট ছোট তরতাজা নতুন চারা বা কুঁড়ি বের হচ্ছে। চলতি বাংলায় এই চারাগুলোকে 'তেউড়' বা 'পোয়ো' বলা হয় এবং ইংরেজিতে এদের নাম 'সাকার'।

চাষিরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মূল গাছের গোড়া থেকে এই সাকার বা তেউড় কেটে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন চাষের জমিতে সারিবদ্ধভাবে পুঁতে দেন। এই প্রতিটি চারা আসলে তার মাতৃগাছের একদম হুবহু কার্বন কবি বা প্রাকৃতিক ক্লোন, যার ফলে নতুন গাছেও একই স্বাদের সুমিষ্ট কলা ফলে। বর্তমান যুগে ল্যাবরেটরিতে 'টিস্যু কালচার' প্রযুক্তির সাহায্যেও একটিমাত্র গাছের কোষ থেকে লাখ লাখ বীজহীন কলার চারা বাণিজ্যিক স্তরে তৈরি করা হচ্ছে।

সুতরাং চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য এটাই যে কলার বীজ মানুষের অ্যাপেন্ডিক্সের মতোই ফলের ভেতরে কেবল এক নিষ্ক্রিয় অতীত স্মৃতি হিসেবে অবস্থান করছে। প্রকৃতির বুনো কলার বীজ থেকে নতুন গাছ হলেও, আমাদের চেনা প্রতিদিনের কলার বংশগতির চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে শুধুই তার মাটির নিচের তেউড় বা চারা কুঁড়ির মাঝে। তাই বীজ ছাড়াই অত্যন্ত সুকৌশলে মানুষের তৈরি এক চমৎকার ক্লোনিং পদ্ধতির হাত ধরে আজ বিশ্বজুড়ে কলার সাম্রাজ্য টিকে রয়েছে।

পেঁপের কাটলেট

বিকেল গড়াতেই এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চায়ের সঙ্গে টাটকা কোনও স্ন্যাক্স না হলে ঠিক জমে না। আর বাঙালির আড্ডা মানেই তো কাটলেট বা চপ! তবে প্রতিদিন সেই আলু বা চিকেনের চেনা স্বাদ ছেড়ে এবার প্লেটে আসুক একটু অভিনবত্ব। পেঁপে বললেই যারা নাক সিঁটকোন, বিশেষ করে বাড়ির খুদে সদস্যরা, তারাও এবার আঙুল চেটেপুটে খাবে। বাইরেটা হবে একদম মুচমুচে আর কামড় দিলেই ভেতর থেকে গলানো চিজের স্বাদ মুখে এনে দেবে রেস্তোরাঁর আমেজ। কীভাবে বানাবেন পেঁপের কাটলেট?

যা যা লাগবে— গ্রেট করা কাঁচা পেঁপে: ২ কাপ, সেদ্ধ আলু: ১টি (বাইন্ডিংয়ের জন্য), পেঁয়াজ কুচি: ১টি (মাঝারি মাপের)

আদা-রসুন বাটা: ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ কুচি: ১ চা চামচ, নেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ, ভাজা মশলা গুঁড়ো (জিরে-ধনে-শুকনো লঙ্কা): ১ চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো: আধ চা চামচ, চাট মশলা: ১ চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার বা ময়দা: ৩ টেবিল চামচ, ব্রেডক্রাম্বস বা বিস্কুটের গুঁড়ো: ১ কাপ, মোজারেলা চিজ কিউব/গ্রেট করা চিজ: আধ কাপ, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো: স্বাদমতো, সাদা তেল: ভাজার জন্য

তৈরি করুন এভাবে— প্রথমে কাঁচা পেঁপের খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে গ্রেট করে নিন। গ্রেট করা পেঁপেতে সামান্য নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর হাত দিয়ে চিপে পেঁপের অতিরিক্ত জলটা পুরোপুরি বের করে দিন। (এই জলটা ফেলে না দিয়ে ডালে বা তরকারিতে ব্যবহার করতে পারেন)। একটি বড় পাত্রে জল ঝরানো পেঁপে, সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি একসঙ্গে নিন। এবার এতে ভাজা মশলা, গরম মশলা, চাট মশলা, স্বাদমতো নুন এবং সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিন। মিশ্রণটি নরম মনে হলে ১ চামচ ব্রেডক্রাম্বস মিশিয়ে নিতে পারেন। মেখে রাখা মিশ্রণ থেকে অল্প অংশ নিয়ে হাতের তালুতে গোল করে চ্যাপ্টা করুন। এবার ঠিক মাঝখানে কিছুটা চিজ (গ্রেট করা বা ছোট কিউব) রেখে চারপাশ থেকে মুড়ে দিন। এবার আপনার পছন্দমতো ওভাল, গোল বা হার্ট শেপ দিয়ে কাটলেটের আকারে গড়ে নিন। একটি ছোট বাটিতে কর্নফ্লাওয়ার, সামান্য নুন আর জল মিশিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার বা গোলা তৈরি করুন। এবার প্রতিটি কাটলেট প্রথমে এই ব্যাটারে ডোবান, তারপর ব্রেডক্রাম্বস বা বিস্কুটের গুঁড়োয় ভালো করে কোট করে নিন। মুচমুচে ভাব বাড়াতে চাইলে এই প্রলেপটি ডাবল কোট (দু'বার) করতে পারেন। তৈরি করা কাটলেটগুলো ভাজার আগে ফ্রিজে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন, এতে কোটিংটা সুন্দর সেট হয়ে যাবে। এবার কড়াইতে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে কাটলেটগুলো গোল্ডেন ব্রাউন বা সোনালী করে উল্টেপাল্টে ভেজে নিন। তেল ঝরিয়ে গরম গরম পেঁপের চিজ কাটলেট প্লেটে সাজিয়ে উপর থেকে সামান্য চাট মশলা ছড়িয়ে দিন। সাথে রাখুন পুদিনার গ্রিন চাটনি, টমেটো সস আর পেঁয়াজের রিং। ব্যস, বিকেলের চায়ের আসর জমার জন্য আর কী চাই!

দুধে আরশোলা চুবিয়ে খাওয়া এটা কোন রোগের লক্ষণ

সোশাল মিডিয়ায় স্ক্রোল করতে করতে আচমকাই থমকে যাচ্ছেন নেটিজেনরা। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো ক্লিপ ঘিরে এই মুহূর্তে তোলপাড় নেটপাড়া। দৃশ্যটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছাকাছি আসছেন। রোম্যান্টিক মুহূর্ত তৈরি হতেই আচমকা তালভঙ্গ! স্ত্রীর পায়ে এসে বসেছে একটা জ্যান্ত আরশোলা। ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে যান স্ত্রী। কিন্তু এর পরের দৃশ্যটি যা ঘটেছে, তা দেখার জন্য বোধহয় কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রী-র পা থেকে আরশোলাটি তুলে নেয় স্বামী। সেটিকে শাসিয়ে বলে, তার স্ত্রীর গায়ে বসার অপরাধে আরশোলাটির কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আর সেই শাস্তি হিসেবেই জ্যান্ত আরশোলাটিকে এক গ্লাস দুধে চুবিয়ে আস্ত গিলে নেয় সে!

এই দৃশ্যটি ছড়িয়ে পড়তেই সমাজমাধ্যমে তুমুল হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। দৃশ্য দেখে হতবাক নেটিজেনরা। কেউ তামাশা করছেন কেউ বা তুলছেন একাধিক প্রশ্ন। এটা কী কোনও অসুখ? সেই প্রশ্নও করছেন অনেকে।

এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য টিভি ৯ বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল ডাঃ সুজিত সরখেল (অধ্যাপক, মনোরোগ বিভাগ, এস এস কে এম হাসপাতাল) এর সঙ্গে। তিনি এই বিষয়ে বলেন, "এত বছরের দীর্ঘ চিকিৎসা জীবনে আমি এমন কোনও ঘটনা কখনও দেখিনি বা শুনিনি।" শুধু তিনিই নন, শহরের আরও বেশ কয়েকজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরাও এই একই উত্তর দেন। তবে এই গল্প এখানেই শেষ নয়। ধারাবাহিকের সেই অদ্ভুত চরিত্রের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে সবসময় কালো রঙের পোশাক পরে থাকে। ঘরের বা অফিসের জিনিস একদম নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা চাই। নিজের জায়গা থেকে কোনও জিনিস এক ইঞ্চি সরলেও সে মারাত্মক রেগে যায়, নিমেষে বদলে যায় মুখের অভিব্যক্তি। সব কিছু 'পিকচার পারফেক্ট' রাখা চাই তাঁর।

বাস্তবে মানুষের স্বভাব কেন এমন চরম পর্যায়ের হতে পারে? এই রহস্যের জট খুলে ডাঃ সুজিত সরখেল জানান, "এটি মূলত 'অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার' বা OCD-র লক্ষণ হতে পারে। আবার অনেক সময় এটি 'অবসেসিভ কমপালসিভ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার' -এর কারণেও ঘটে থাকে। কোনও মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত পারফেকশনিস্ট বা সব নিখুঁত রাখার প্রবণতা থাকলে, তার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।" তবে ধারাবাহিকটির টিজারের দৃশ্যটির মত চরিত্র বাস্তবেও রয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে জানা যায়নি। এই মুহূর্তে কিন্তু আরশোলারা খুব ভয়ঙ্কর, বিচারপতির আরশোলা মন্তব্যের পর 'ককরোচ'-রা এখন বেশ সক্রিয়, এরকম আরশোলার অপমান কি মেনে নেবে 'ককরোচ' রা? সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গ্রিন টি, মাচা টি নাকি ব্ল্যাক টি কোনটা সেরা

অনেকেই ওজন কমানোর জার্নি শুরু করার সময় গ্রিন টি, মাচা টি নাকি ব্ল্যাক টি খাবেন সেই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। তিনটি চা-ই আসে একই গাছ থেকে, তবে তৈরির পথ একেবারে আলাদা। তাই শরীরে মেদ ঝরানোর ক্ষেত্রেও এদের কার্যকারিতা আলাদা আলাদা।

গ্রিন টি-এর মূল শক্তি হল এর মধ্যে থাকা এপিগ্যালোকাটেচিন গ্যালেট বা ইজিসিজির মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। যখন এই ইজিসিজি চায়ের প্রাকৃতিক ক্যাফেইনের সঙ্গে মিশে যায়, তখন শরীরের মেটাবলিজম রেট এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায়। নিয়মিত ওয়ার্কআউটের সঙ্গে এটি খেলে শরীর অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরভাবে ফ্যাট বার্ন করতে শুরু করে।

মাচা আসলে গ্রিন টি-এরই একটি বিশেষ এবং অনেক বেশি শক্তিশালী রূপ যা গাছ ছায়ায় রেখে তৈরি করা হয়। যেহেতু এতে পুরো পাতাটিকেই গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে সরাসরি খেয়ে নেওয়া হয়, তাই শরীরে পুষ্টিগুণ পৌঁছয় অনেক বেশি। এক কাপ মাচা চা থেকে সাধারণ গ্রিন টি-এর তুলনায় বহুগুণ বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ক্যাফেইন পাওয়া যায়।

মাচায় থাকা উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন এবং এল-থিয়েনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড শরীরকে দীর্ঘক্ষণ চনমনে ও শক্তিতে ভরপুর রাখে। কফির মতো হুট করে এনার্জি কমে যাওয়া বা বুক ধড়ফড় করার সমস্যা এতে একদমই হয় না। যারা নিয়মিত হেভি এক্সারসাইজ বা জিম করেন, তাদের জন্য প্রি-ওয়ার্কআউট ড্রিংক হিসেবে মাচা দুর্দান্ত কাজ দেয়।

ওজন কমানোর আলোচনায় ব্ল্যাক টি বা লিকার চাকে অনেকেই অবহেলা করলেও এর ক্ষমতা কিন্তু কম নয়। সম্পূর্ণ অক্সিডেশনের ফলে এতে দ্যাফ্লাভিন্স এবং দ্যারুবিলিন্সের মতো একদম অন্য ধরনের কিছু জরুরি পলিফেনল তৈরি হয়। এই উপাদানগুলো সরাসরি রক্তে না মিশে আমাদের পেটের ভেতরের ভালো ব্যাকটেরিয়া বা গাট হেলথ উন্নত করে মেদ কমায়।

আপনার জন্য ঠিক কোন চা পারফেক্ট হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনার রোজকার অভ্যাস এবং স্বাদের পছন্দের ওপর। আপনি যদি ক্যাফেইনের প্রতি সংবেদনশীল হন এবং হালকা স্বাদের পকেট-ফ্রেন্ডলি কিছু চান, তবে সাধারণ গ্রিন টি আপনার জন্য একদম ঠিকঠাক। আর যদি মেটাবলিজম এক লাফে বাড়াতে চান এবং বাজেট একটু বেশি থাকে, তবে মাচা বেছে নিন।

যারা যুগ যুগ ধরে সকালে লিকার চা বা দুধ ছাড়া একটু কড়া চা খেতে অভ্যস্ত, তারা ওজন কমানোর জন্য চোখ বন্ধ করে ব্ল্যাক টি বেছে নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, কোনও চা-ই ম্যাজিকের মতো নিজে থেকে ওজন কমিয়ে দেবে না। সঠিক ডায়েট আর শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি এই পানীয়গুলো ফ্যাট বার্নিং প্রসেসকে কয়েক গুণ ত্বরান্বিত করে মাত্র।

চা খাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নিয়ম হল এতে কোনওভাবেই চিনি বা অতিরিক্ত ফুল-ফ্যাট দুধ মেশানো যাবে না। খালি পেটে মাচা বা কড়া ব্ল্যাক টি খেলে অ্যাসিডিটি বা বমিভাব হতে পারে, তাই হালকা কিছু খাওয়ার পরই কাপে চুমুক দিন। আপনার শরীর কোনটাতে সবচেয়ে ভালো সাড়া দিচ্ছে, সেই অনুযায়ী সঠিক চা বেছে নিয়ে আজ থেকেই নিয়ম করে খাওয়া শুরু করুন।

সময়ের ফল যেভাবে ত্বক সুন্দর রাখবে

আম, জাম, কাঁঠাল ও লিচুর মতো রসালো ফলের গন্ধে ম-ম করছে চারপাশ। এই ফলগুলো কেবল রসনাই তৃপ্ত করে তা নয়, বরং প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত ও নির্জীব হয়ে পড়া ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতেও এদের জুড়ি মেলা ভার।

রোদ—বৃষ্টির খেলায় তাপে, ঘামে আর আর্দ্রতায় আমাদের ত্বক যখন উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে, তখন ত্বকের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে দামি প্রসাধনী নয়, বরং দেশি ফলই হতে পারে সহজ আর সেরা সমাধান। নিয়মিত ফল খেলে শুধু স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হয় না, বরং ত্বকের সজীবতা আর উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে ভেতর থেকেও পুষ্টি জোগায় মৌসুমি ফল। ত্বকের কোলাজেন বৃদ্ধিতে এবং ভেতর থেকে উজ্জ্বলতা ফেরাতে ফলগুলো জাদুর মতো কাজ করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাজেদা আক্তার খানম জানান, সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে অথবা বিকেলের নাশতা হিসেবে ফল খাওয়া ভালো। এতে ফলের পুষ্টি উপাদানগুলো শরীর ও ত্বক ভালোভাবে শোষণ করতে পারে। প্রতিদিন ডায়েটে টক আর মিষ্টি স্বাদের দুই থেকে তিন ধরনের ফল রাখতে পারেন। জুস করে খাওয়ার চেয়ে আস্ত ফল খাওয়া বেশি উপকারী।

আমে ত্বক উজ্জ্বল

পাকা আমে প্রচুর ভিটামিন 'এ' ও বিটা ক্যারোটিন থাকে। এটি ত্বকের কোলাজেন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা বলিরেখা রোধে কাজ করে। আম শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ও কোমল করে। লিচু তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করেঞ্ল লিচুতে আছে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ও অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট। এটি ত্বকের ক্ষতিকারক ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে। লিচুতে থাকা কপার ও ম্যাগনেশিয়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। ফলে ত্বককে দেখায় আরও সজীব।

জাম কালচে ভাব দূর করে— জাম হলো প্রাকৃতিক 'অ্যাস্ট্রিনজেন্ট' (একধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যা ত্বকের টিস্যু বা রোমকূপগুলোকে সাময়িকভাবে সংকুচিত ও টানটান করে)। এতে থাকা আয়রন রক্ত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এটি ত্বকের তেল নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ব্রণ ও ফুসকুড়ি সমস্যা কমিয়ে আনে। জামের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া গুণাগুণ শরীরের ভেতর থেকে টক্সিন বের করে দেয়। ফলে ত্বকের কালচে ছাপ বা দাগ দূর হয়।

কাঁঠাল ত্বকের নমনীয়তা আনে

কাঁঠালে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও আঁশ (ফাইবার)। এটি হজমপ্রক্রিয়াকে উন্নত করার পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রেখে ত্বককে রাখে মসৃণ ও টানটান।

তরমুজ ত্বককে গভীর হাইড্রেশন করে. তরমুজে ৯২ শতাংশ পানি ও লাইকোপেন থাকে, যা পানিশূন্যতা রোধ করে ত্বককে আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ত্বককে আরাম দেয়, ভেতর থেকে সতেজ করে শুষ্কতা দূর করে ত্বককে রাখে প্রশান্ত।

বেল ত্বকের জ্বালাপোড়া কমায়

বেল দেহে অ্যান্টি—ইনফ্ল্যামেটরি হিসেবে কাজ করে। এতে আছে ফাইবার ও ভিটামিন 'সি', যা দেহের রক্ত পরিশোধন করে দেহের জ্বালাপোড়া কমায়। বেল রক্ত পরিষ্কার করে ব্রণ কমাতেও সাহায্য করে।

খেয়াল রাখুন— আম বা লিচুর মতো ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি ও ক্যালরি থাকে। এই ফলগুলো অতিরিক্ত খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, যা অনেক সময় ব্রণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া কিছু ফল থেকে অনেকের অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে, আবার বিশেষ কিছু রোগের কারণে বিশেষ বিশেষ কিছু ফল গ্রহণে চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা থাকে। তাই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। ফল খাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন।

হারানো ও চুরি যাওয়া ২২টি মোবাইল উদ্ধার, প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ

আগরতলা, ২৫ জুন: হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি যাওয়া ২২টি স্মার্টফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। পুলিশের এই উদ্যোগে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন মোবাইলগুলির মালিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোনগুলির সন্ধানে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। প্রযুক্তিগত তদন্ত এবং বিভিন্ন সূত্রের সহায়তায় বিহারসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ২২টি স্মার্টফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। বৃহস্পতিবার এয়ারপোর্ট থানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুশান্ত দেব জানান, মোবাইল হারানো বা চুরির অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ প্রযুক্তিগত উপায়ে তদন্ত চালিয়ে ফোনগুলির অবস্থান শনাক্ত করে। ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই ২২টি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধারে পুলিশ সর্বদা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন পর নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে খুশি প্রকৃত মালিকরা। তারা পুলিশের তৎপরতা ও সফল তদন্তের জন্য এয়ারপোর্ট থানার পুলিশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

PNIeT No.: 04/EE/WR/D-V/KMP/2026-26 **Dated: 24-06-2026.**

The Executive Engineer, Kamalpur Division No-V, PWD(WR), on. behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage /item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

SL No	Name of Work	Earnest Money (₹.)	Earnest Money (₹.)	Cost of Tender Form(₹.)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR e-bidding	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1	Renovation of M.I Schemes under Water Resource Sulb-Division Gonda Twisa during the year 2026-27/S.H:- Rewinding of motor at different M.I. schemes under Dumburnagar RD Block and Raishyabari RD Block. **DNIET No: 15/EE/WR/D-V/KMP/2026-27.**	Rs. 10,24,499.00	Rs. 20,499.00	Rs. 1000.00	365 Days	Up to 3.00 PM on 08/07/2026	At 4.00 PM on 08/07/2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class
2	Running maintenance of different M.L. Schemes under Dumburnagar Block & Raishyabari Block during the year 2026-27/S.H: Minor repairing and maintenance of Pump motor, suction delivery, electrical equipment etc. **DNIeT No: 16/EE/WR/D-V/KMP/2026-27.**	Rs. 10,75,140.00	Rs. 21,503.00	Rs. 1000.00	365 Days				
3	Running maintenance of different MI schemes under WR sub-Division GondaTwisa during the year 2026-27/SH: Repairing of PVC distribution system, hydrant points, sluice valve chamber, priming tank etc. **DNIeT No: 17/EE/WR/D-V/KMP/2026-27.**	Rs. 9,19,007.00	Rs. 18,380.00	Rs. 1000.00	365 Days				
4	Renovation of Tuichakma F-I LI scheme under WR sub-Division GondaTwisa during the year 2026-27/SH: Repairing of PVC system, hydrant points, sluice valve chamber, Manifold etc. **DNIeT No: 18/EE/WR/D-V/KMP/2026-27.**	Rs. 7,72,309.00	Rs. 15,446.00	Rs. 1000.00	90 Days				
5	Renovation of Tuichakma F-II II scheme under WR sub-Division GondaTwisa during the year 2026-27/SH: Repairing of PVC distribution system, hydrant points, sluice valve chamber, Manifold etc. **DNIeT No: 19/EE/WR/D-V/KMP/2026-27.**	Rs. 8,00,268.00	Rs. 16,005.00	Rs. 1000.00	90 Days				
6	Renovation of Brick Line Canal at Manya Kumar Para D'TW Scheme under Water Resource, Sub-Division Gonda Twisa during the year 2026-27/SH:-Maintenance of Brick Line Canal at Manya Kumar Para DTW Scheme under Raishyabari R.D Block. **DNIET No: 20/EE/WR/D-V/KMP/2026-27.**	Rs. 8,25,367.00	Rs. 16,507.00	Rs. 1000.00	90 Days				

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

ICA/C-941/26

Sd/- Illegible
Executive Engineer
WR Division No-V
Kamalpur, Dhalai Tripura

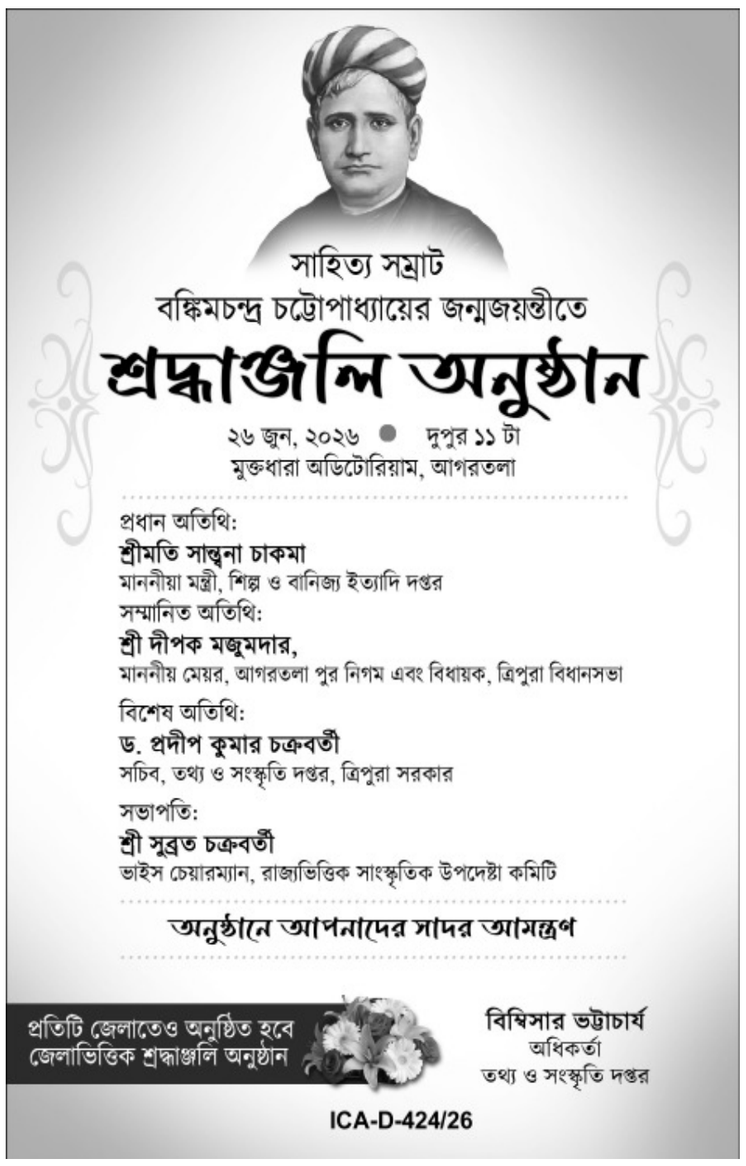

কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

মহেন্দ্রা মারাজো গাড়ির ভেতরে ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং গাড়িটির মালিক ছিলেন অভিযুক্ত শঙ্কর দাস। মেডিক্যাল রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রমাণেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। মামলায় মোট ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

রায় ঘোষণার পর অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কঙ্কন দেবব্রাতা বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ, মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং সাক্ষীদের জবানবন্দির ভিত্তিতেই আদালত এই রায় দিয়েছে। এই রায় নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করবে।

সরকারি আইনজীবী সুনির্মল দেব জানান, ভুক্তভোগী মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় মামলাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল। আদালতের এই রায়ের মাধ্যমে ভুক্তভোগী ও তার পরিবার ন্যায়বিচার পেয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ দমনে এই রায় দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। আদালতের রায়ে দীর্ঘদিন ধরে বিচারের অপেক্ষায় থাকা ভুক্তভোগীর পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জোলাইবাড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) নবব্রত দত্ত। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবরোধ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, শুধু আশ্বাস নয়, এবার দ্রুত কাজ শুরু হোক। এখন এলাকাবাসীর নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। রাস্তা সংস্কারের কাজ কবে শুরু হয়, সেটাই দেখার অপেক্ষায় পশ্চিম পিলাকের মানুষ।

নয় রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থায়ী পদে চাকরি পেয়েছেন এবং একই কাজ করার পরও দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণ বেতন-স্কেল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতন ও সমস্ত পরিষেবা সুবিধা দেওয়া উচিত।

আহত ৪, আশঙ্কাজনক ১

● প্রথম পাতার পর পাঠানো হয়েছে। অন্য তিনজনের আঘাত গুরুতর নয় এবং তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দ্রুতগতিতে আসা মারুতি ওয়াগনার গাড়িটি যাত্রীবাহী বলেরো গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের বিকট শব্দে আশপাশের এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সকালের এই সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী কলোনি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক ফ্ল্যাট

● প্রথম পাতার পর

দীপক মজুমদার। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক লাইনের ত্রুটি অথবা কোনও যান্ত্রিক সরঞ্জামের আকস্মিক বিকল হওয়ার কারণে এই শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

দুই বাংলাদেশি আটক

● প্রথম পাতার পর

প্রবেশের অভিযোগে তাদের আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার পর আটক দুই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারা কীভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের অসাধারণ সাফল্য, চিকিৎসকদের দ্রুত ও সময়োপযোগী চিকিৎসায় সংকটাপন্ন রোগী প্রাণ ফিরে পেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের অসাধারণ সাফল্যে এক রোগীর প্রাণ ফিরে পেল। আগরতলা মঠ চৌমুহনীর কামারপুকুর পাড়ের ৫০ বৎসর বয়সী রাজেশ লস্কর গত ১৬ জুন আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ বনমালীপুর রাম ঠাকুর আশ্রমের সামনে হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সময় নষ্ট না করে তাঁকে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা দ্রুত জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের রেফার করেন। জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করার পর চিকিৎসকদের একটি ডেডিকেটেড টিম রোগীর চিকিৎসায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা রোগীর প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এক সময় রোগীর অক্সিজেন লেভেল ২০ এর নিচে নেমে গিয়েছিল। তখন ট্রমা সেন্টারের চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গে রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে এডভান্স এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট এবং ইনটিউবেশান চিকিৎসা শুরু করেন। এর মাধ্যমে মাত্র ১৫ মিনিটে রোগীর অক্সিজেন লেভেল বৃদ্ধি পেয়ে ১০০-এ আসে। তারপর সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে। চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর জীবন বাঁচাতে দিন-রাত লড়াই চালিয়ে যান। চিকিৎসকদের এই লড়াই রোগীর স্ত্রীর কাছে ছিল এক অলৌকিক ঘটনার মত। তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন 'ডাক্তার বাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, আমাদের জন্য। ডাক্তার বাবুরা ভগবানের মত এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই আজ আমার স্বামী এক নতুন জীবন লাভ করেছেন'। ট্রমা সেন্টারের চমৎকার চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র ৪ দিনের মাথায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ইনচার্জ ডাঃ পুলক সাহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসকদের এই টিমে ছিলেন ডাঃ সমরজিৎ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ বিনয় চাকমা এবং ডাঃ আকাশ ত্রিপুরা। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই জিবিপি হাসপাতালে অতি দ্রুততার সাথে এই ধরনের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা লাভকরে রোগীর পরিবার পরিজনেরা খুবই আনন্দিত। পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গত ২০ জুন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হয়।

খোয়াইয়ে অবৈধ বিদেশি মদসহ কারবারি গ্রেপ্তার, আটক স্কুটি ও ৩৮ বোতল মদ

খোয়াই, ২৫ জুন: খোয়াই শহর থেকে বাচাইবাড়ী এলাকার দিকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিদেশি মদসহ এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ। বুধবার খোয়াই-বাচাইবাড়ী সড়কের সিঙ্গিছড়া এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে এই সাফল্য আসে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খোয়াই জেলা পুলিশের মাদক ও অবৈধ নেশাজাতীয় দ্রব্যবিরোধী বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ সিঙ্গিছড়া এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল। এসময় একটি স্কুটি সন্দেহজনকভাবে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে স্কুটি থেকে মোট ৩৮ বোতল অবৈধ বিদেশি মদ উদ্ধার হয়। ঘটনায় স্কুটির চালক স্বপন দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি বাচাইবাড়ী এলাকায় বলে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া মদের বোতলগুলির কোনও বৈধ নথিপত্র তিনি দেখাতে পারেননি বলে পুলিশ জানিয়েছে। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে খোয়াই মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) মিনা দেববর্মা জানান, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় ওত পেতে ছিল। অভিযানের সময় আটক স্কুটি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়, যা বেআইনিভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

পুলিশ মদভর্তি বোতল ও পাচারে ব্যবহৃত স্কুটিটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃত স্বপন দেববর্মার বিরুদ্ধে আবগারি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করার পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খোয়াই জেলায় অবৈধ মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবার রুখতে পুলিশের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের খাদ্যে পোকা, ক্ষোভে ফুঁসছেন সুবিধাভোগীরা

আগরতলা, ২৫ জুন: মোহনপুর ব্লকের ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হৃদয়পাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রীর মান নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্র থেকে বিতরণ করা চাল ও ডালে পোকা দেখা যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় অভিভাবকরা। অভিযোগ, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের মাধ্যমে যে চাল ও ডাল বিতরণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে অসংখ্য পোকা রয়েছে। বিশেষ করে ডালের একটি বড় অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। তাদের অভিযোগ, এই খাদ্যসামগ্রী কোনোভাবেই খাওয়ার উপযোগী নয়, অথচ তা শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

বিনিয়োগকারীরা: মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পরঅফিসের কোয়ার্টার কমপ্লেক্স প্রভৃতির উদ্বোধন করেন। তাছাড়া বিশালগড় ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের নতুন ভবনেরও উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ করে দিতে জিবিপি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বৃদ্ধি করে ১৪১৩টি করা হয়েছে। গোমতী জেলা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। আমবাসাতে চালু করা হয়েছে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যবাসী উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। তাতে ব্যয় হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যবাসী ৪১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইএলএস হাসপাতালের কাছে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি কলেজ এবং আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যবাসীর কল্যাণে টেলি মেডিসিন পরিষেবাও চালু করা হয়েছে। রাজ্যের সব জেলাতে ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিএসডিপি এবং মাথাপিছু গড় আয়ে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, জনভাগীদারি যোজনা, ধরতি আবা, উজ্জ্বলা যোজনা প্রভৃতির মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করা হচ্ছে। গত ৮ বছরে রাজ্য সরকার জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ৩৫০টি পুরস্কার পেয়েছে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম, টিংকারিং ল্যাব, ভিশন মুকুল, নিপুন ত্রিপুরা, বিদ্যাসেতু প্রভৃতি কর্মসূচি চালু রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল রয়েছে। জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গত ৮ বছরে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩২টি নতুন ছাত্রাবাস চালু করা হয়েছে। আরও ৪০টি ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ চলছে। জলজীবন মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৮৬ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৭৬ হাজর ২১৫টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় রাজ্যের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৭১ জন কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৯৭৭কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নত আইন শৃঙ্খলার তথ্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারীদের সুরক্ষায় রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মহিলা থানা রয়েছে। বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সব অংশের মানুষকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিকে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম হিসেবে শংসাপত্র দেওয়া হয়। উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে টিবি রোগ মুক্ত পঞ্চায়েত হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, এডিএম সুভাষ দত্ত, সিপাহীজলা জেলার সিএমও ডা. দেবাশিষ দাস সহ জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ

● প্রথম পাতার পর

বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ভেনেজুয়েলায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে ভেনেজুয়েলার সরকার ও জনগণের প্রতি, বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

তিনি আরও বলেন, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষের পাশে আমরা সংহতি প্রকাশ করছি। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভারত সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ভেনেজুয়েলার জনগণের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ভেনেজুয়েলায় বিধ্বংসী ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি আরও বলেন, এই কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন এবং যাঁদের জীবন এই বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। ভেনেজুয়েলার জনগণ যেন এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় শক্তি ও সাহস খুঁজে পান, সেই প্রার্থনা করছি। রাধাকৃষ্ণন বলেন, ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আমি ভেনেজুয়েলার মানুষের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করছি।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত ভেনেজুয়েলার প্রতি সংহতি প্রকাশ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রনেতা। শক্তিশালী দুই ভূমিকম্পে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৭০০-রও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ উদ্ধার, চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি মার্কিন প্রশাসনের সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ভেনেজুয়েলার মহান জনগণের উপর আঘাত হানা এই দুটি বড় ভূমিকম্প অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে বিপুল প্রাণহানি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে প্রস্তুত, ইচ্ছুক এবং সক্ষম। আমরা আমাদের নতুন বন্ধুদের পাশে থাকব।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমও ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে জরুরি সহায়তা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, ভেনেজুয়েলা আপাতত উদ্ধারকর্মী ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা চেয়েছে।

এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলে ঘোষণা করেছেন, ৩০০ জন উদ্ধারকর্মী ও প্যারামেডিক, ৫০ টন সরঞ্জাম, ওষুধ এবং জরুরি সামগ্রী নিয়ে কারাকাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, স্পেন ও আমার ব্যক্তিগত সমর্থন ভেনেজুয়েলার জনগণের সঙ্গে রয়েছে। নিহতদের পরিবারগুলির প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল।

ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া জরুরি মানবিক সহায়তা পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, মতপার্থক্য থাকলেও মানবিকতা সবসময় নেতৃত্বের পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

কিউবার বিদেশমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ পারিয়্যা নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে জানান, ভেনেজুয়েলায় কর্মরত কিউবার স্বাস্থ্যকর্মীরা ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। উরুগুয়ের প্রেসিডেন্ট ইয়ামান্দু ওরসি ভেনেজুয়েলার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। একইসঙ্গে চিলি সরকারও প্রয়োজনে মানবিক ও উদ্ধার সহায়তা পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

যাত্রাপুর পুলিশের হস্তক্ষেপে খুলল নির্ভয়পুর সরলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা, শুরু হলো পরিষেবা

আগরতলা, ২৫ জুন : দীর্ঘদিন ধরে তালাবদ্ধ হয়ে থাকা নির্ভয়পুর এলাকার সরলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি অবশেষে যাত্রাপুর পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পুনরায় চালু হয়েছে। প্রায় ছয় মাস ধরে কেন্দ্রটিতে দিদিমণি (অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী) নিয়োগ না হওয়ায় পরিষেবা কার্যত বন্ধ অবস্থায় ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি কেন্দ্রটির জন্য কয়েকজনের নাম দিদিমণি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে আসার পর কেন্দ্রের জন্য জমি ও ঘর প্রদানকারী পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি ছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চাকরি তাদের পরিবার থেকেই দিতে হবে। এই দাবিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রটির মূল কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে শিশু ও উপভোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ব্যাহত হয়।

পরবর্তীতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে তারা যাত্রাপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে যাত্রাপুর পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে হস্তক্ষেপ করে এবং দীর্ঘ প্রায় এক মাস পর কেন্দ্রটির তালা খুলে পুনরায় পরিষেবা চালুর ব্যবস্থা করে। তবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা এখনও পুরোপুরি মেটেনি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে দিদিমণি নিয়োগের বিষয়টি এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কেন্দ্রটির স্বাভাবিক কার্যক্রম নিশ্চিত করবে প্রশাসন, যাতে এলাকার শিশু ও উপভোক্তারা নিয়মিতভাবে সরকারি পরিষেবার সুবিধা পেতে পারেন।

খোয়াই জেলায় জাতীয় মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের শুভ সূচনা, স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে

খোয়াই, ২৫ জুন: খোয়াই জেলার প্রত্যন্ত ও অনুন্নত এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার জাতীয় মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট (এমএমইউ)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ফ্ল্যাগ-অফ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। টাটা এআইজি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) স্বাস্থ্য উদ্যোগের আওতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

খোয়াই জেলা প্রশাসন এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, খোয়াই-এর যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো জেলার দুর্গম ও স্বাস্থ্যসেবাবঞ্চিত এলাকাগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

খোয়াই জেলা শাসক ও জেলা কালেক্টরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ও জেলা কালেক্টর, টাটা এআইজি-র মুম্বই ও আগরতলা কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে জাতীয় মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের আনুষ্ঠানিক ফ্ল্যাগ-অফ করা হয়। এর মাধ্যমে খোয়াই জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার যাত্রা শুরু হলো। এই ইউনিটের মাধ্যমে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে সরাসরি গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এই উদ্যোগ জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকার মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সহজতর করবে। আয়োজক সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাদক পাচার ও বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে পুলিশ সুপারের কাছে ডিওয়াইএফআই-এর ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৫ জুন: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান মাদক পাচার ও নেশাজাতীয় সামগ্রীর অবাধ বিস্তারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।

বৃহস্পতিবার সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নবারুণ দেব অভিযোগ করেন, রাজ্যে উদ্বেগজনক হারে মাদকদ্রব্যের বিস্তার ঘটছে। বিভিন্ন সময়ে গাড়ি, রেলস্টেশন, ডাকঘরসহ একাধিক জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হলেও এর মূল উৎস এবং পাচারচক্রের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় বলে দাবি করেন তিনি।

নবারুণ দেব বলেন, "ত্রিপুরা ধীরে ধীরে নেশাজাতীয় সামগ্রীর মজুতভাণ্ডারে পরিণত হচ্ছে। শহর থেকে গ্রাম, অলিগলি থেকে বাজার সর্বত্র মাদকের রমরমা ব্যবসা চলছে। এর ফলে যুবসমাজ বিপথগামী হচ্ছে এবং সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, মাদক পাচারকারী ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি এই চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করার এবং মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, শিক্ষার উৎকর্ষে বিশেষ সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ জুন: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মতাই মা মোহিনী কমিউনিটি হলে ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক(দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি) বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিগণ। এদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মেধাবী ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করে তাদের সাফল্যকে সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দন দেবনাথ রাজ্য রেড ক্রস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক, দ্বীপায়ন চৌধুরী বিশিষ্ট সমাজসেবী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

বক্তাগণ শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জীবনের উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর আহ্বান জানান। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকল কৃতি শিক্ষার্থীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সাফল্যমণ্ডিত জীবন এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করা হয়।

পাথারকান্দিতে ১১ কুইন্টাল শুকনো গাঁজা উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন : আসামের পাথারকান্দি থানাধীন সোনাখিরা এলাকার কলকলিবস্তিতে পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বুধবার রাতে পুলিশ মনিরুল ইসলামের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ১১ কুইন্টাল শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ত্রিপুরা থেকে রেলের মালগাড়ির মাধ্যমে গাঁজাগুলো এনে ওই বাড়িতে মজুত রাখা হয়েছিল এবং পরে অন্যত্র পাচারের পরিকল্পনা ছিল। অভিযানের সময় বাড়ির মালিকসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের না পাওয়া গেলেও গাঁজা বহনের অভিযোগে রাণা দাস (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তিনি চাঁদখিরা এলাকার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

তদন্তে পুলিশ ৯০টি প্যাকেটে রাখা প্রায় ১১ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করে। সমজেলা পুলিশ সুপার অর্ণিবান শর্মা জানান, জব্দকৃত গাঁজার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক সাড়ে চার কোটি টাকা।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত পলাতক বাড়ির মালিক ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের এই মাদকবিরোধী অভিযানে এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ছয় দফা দাবিতে উনকোটি জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান জেলা কিষাণ কংগ্রেসের

কৈলাশহর, ২৫ জুন: কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার উনকোটি জেলা শাসকের নিকট ছয় দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে কৈলাশহর জেলা কিষাণ কংগ্রেস।

স্মারকলিপিতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ড. এম.এস. স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষি উৎপাদনের খরচের উপর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ মূল্য যোগ করে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নির্ধারণ, রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত ধান সরকারিভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ডিজেল, পেট্রোল, রান্নার গ্যাস ও বিদ্যুতের ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা এবং কৃষকদের ব্যবহৃত সার, বীজ ও কীটনাশকের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

এছাড়াও নিম্নমানের সার ও কীটনাশক সরবরাহ বন্ধ করা, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষি, সবজি চাষি ও ধান চাষিদের দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং রাজ্যের অচল জলসেচ প্রকল্প ও সেচব্যবস্থাগুলি পুনরায় চালু করার দাবিও জানানো হয়।

এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর জেলা কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান রুহিদাস সাহা, সাধারণ সম্পাদক অর্পণ ঠাকুর, উনকোটি জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রিন্টু লাল দেব, ২ নম্বর মাছমারা সাধারণ আসনের পরাজিত প্রার্থী অর্জুন রায়, মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদিকা সাগরিকা চাকমা, বিজেপি নেতা উত্তম চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। কিষাণ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জানান, কৃষকদের স্বার্থে উত্থাপিত দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ, শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উৎসাহিত পড়ুয়ারা

চুরাইবাড়ি, ২৫ জুন: নারী শিক্ষার প্রসার এবং ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুলে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার পিএম শ্রী চুরাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, সমিতির সদস্য হাসিম তালুকদার, জেলা পরিষদের সদস্যা মামনি রায়, প্রদীপ চক্রবর্তীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নিলাঞ্জনা পুরকায়স্থ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সুশিক্ষার গুরুত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সফল হওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জনগণের আন্দোলন ও সংবাদমাধ্যমের প্রচেষ্টার জেরে মাছলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চালু ২৪ ঘণ্টার পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: দীর্ঘ প্রায় এক দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে লংতরাই ভেলির অন্তর্গত মাছলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টার চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবা শুরু হওয়ায় এলাকাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত প্রায় ১০ বছর ধরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি শুধুমাত্র সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকত। ফলে রাতের বেলায় কোনো রোগী অসুস্থ হয়ে পড়লে বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে এলাকাবাসীকে দূরবর্তী হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হতো। এতে রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হতো। এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী, সামাজিক সংগঠন এবং সচেতন নাগরিকরা আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবশেষে জনসাধারণের দাবি ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বৃহস্পতিবার থেকে মাছলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টার চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়।

এলাকাবাসীর মতে, এটি শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং সাধারণ মানুষের দীর্ঘ আন্দোলনের ফল। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দিন-রাত খোলা থাকায় এখন জরুরি মুহূর্তে এলাকার মানুষ দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন, যা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই সাফল্যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা একে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বড় জয় বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তারা আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হবে, যাতে এলাকাবাসী আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ডিজিপির উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি গণতান্ত্রিক নারী সমিতির

আগরতলা, ২৫ জুন: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বৃহস্পতিবার পুলিশ মহা নির্দেশক (ডিজিপি)-এর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।

এদিন সংগঠনের সদস্যরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে পুলিশের মহা নির্দেশকের কার্যালয়ে যান। তবে ডিজিপির অনুপস্থিতিতে তাদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেন পুলিশ বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আইজি। ডেপুটেশন প্রদানকালে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলির দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়। বিশেষ করে টাকারজালা এলাকায় এক মহিলার উপর নির্যাতনের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি তোলা হয়।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা রোধে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং নির্যাতিত নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হয়, নির্যাতনের শিকার নারীদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয় যে, প্রশাসন তাদের উত্থাপিত দাবিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কৈলাসহর আয়ুষ হাসপাতালে চিকিৎসক অনুপস্থিতির অভিযোগ, ক্ষোভ প্রকাশ কাউন্সিলরের

কৈলাসহর, ২৫ জুন: কৈলাসহরের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, নির্ধারিত ওপিডি সময় চলাকালীন হাসপাতালে কোনো চিকিৎসককে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কৈলাসহর পুরপরিষদের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায়।

জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে আহত ছেলেকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান কাউন্সিলর। অভিযোগ অনুযায়ী, বিকেল প্রায় ৩টা ৪৮ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছে তিনি দেখতে পান ওপিডি বিভাগ প্রায় ফাঁকা এবং সেখানে কোনো আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক উপস্থিত নেই। যদিও হাসপাতালের বহির্বিভাগের নির্ধারিত সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর কাউন্সিলর হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, এর আগেও হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেছে। এদিন হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টও উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়। হাসপাতাল সূত্রের দাবি, তিনি একটি বৈঠকে যোগ দিতে বাইরে গিয়েছিলেন।

এদিকে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো ও কর্মীসংক্রান্ত কিছু সমস্যার কথাও সামনে এসেছে। অভিযোগ, কয়েকজন কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাননি এবং কর্মীসংকটের কারণে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করতে চাননি।

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতাল পরিদর্শনে যান কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায় এবং অন্যান্য কাউন্সিলররা। তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায় হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং নিয়মিত চিকিৎসক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাঁর মতে, এলাকার বহু মানুষের চিকিৎসার অন্যতম ভরসাস্থল এই হাসপাতালের পরিষেবা আরও কার্যকর ও জনবান্ধব হওয়া প্রয়োজন।

কাঁঠালতলীতে সমীর দাসের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪, তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ২৫ জুন: কাঁঠালতলীতে সমীর দাসের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা হলেন রাজু লস্কর (রানীখামার), প্রবন দাস (কাঁঠালতলী বাজার), সজল দাস (রানীখামার) এবং লক্ষণ মালাকার (মধুবন, কাঁঠালতলী)।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এদিন সাংবাদিকদের জানান, সমীর দাসের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার হওয়া চারজনের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশের দাবি, ঘটনায় জড়িত অন্য অভিযুক্তদেরও দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।

লোহিয়া লজিস্টিক পার্কের গোডাউন থেকে ১,৪৩৫ বোতল এসকাফ কফ সিরাপ উদ্ধার, আটক ২

আগরতলা, ২৫ জুন: রাজ্যে নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। এবার খয়েরপুর বাইপাস এলাকায় অবস্থিত লোহিয়া লজিস্টিক পার্কের একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে বোধজংনগর থানার পুলিশ। অভিযানে ১,৪৩৫ বোতল এসকাফ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে পার্সেলের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী রাজ্যে আনা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বোধজংনগর থানার পুলিশ খয়েরপুর বাইপাসের লোহিয়া লজিস্টিক পার্কে অভিযান চালায়। অভিযানে একটি গোডাউনে রাখা পার্সেল থেকে ১,৪৩৫ বোতল এসকাফ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর পরীক্ষিত দেববর্মা বলেন, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের চালানের প্রকৃত গ্রাহকদের শনাক্ত করতে পুলিশ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। ডেলিভারি কর্মীর মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তিদের কাছে পার্সেল পৌঁছে দেওয়ার সময় সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ সদস্যরা নজরদারি চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হন।

পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত প্রযোজ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে। পাশাপাশি এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই আগরতলা প্রধান ডাকঘর থেকে পার্সেলের মাধ্যমে আনা বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের উদ্ধার অভিযানে স্পষ্ট হচ্ছে যে, বিভিন্ন কৌশলে মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য রাজ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাচারকারীরা। পুলিশও সেই চক্র ভাঙতে জোরদার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

অম্বুবাচী উপলক্ষে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে সিঁদুর খেলা, মহিলাদের মধ্যে আম-দুধ বিতরণ

আগরতলা, ২৫ জুন : পবিত্র অম্বুবাচী উপলক্ষে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে এলাকার বিভিন্ন বুথের মহিলাদের নিয়ে এক বিশেষ সিঁদুর খেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্নিগ্ধা দাস।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর স্নিগ্ধা দাস এলাকার মহিলাদের সঙ্গে সিঁদুর খেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে আম, দুধ ও সিঁদুর বিতরণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কাউন্সিলর স্নিগ্ধা দাস জানান, অম্বুবাচী উপলক্ষে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এলাকার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলে।

অনুষ্ঠানকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আনন্দঘন পরিবেশ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

ত্রিপুরায় জনগণনা-২০২৬ এর

● আটের পাতার পর

টেকনিক্যাল সেশনে ত্রিপুরা সরকারের শ্রম দপ্তরের সিনিয়র লেবার ইন্সপেক্টর আইচুক দেববর্মা জনগণনা - ২০২৬ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ২০২৬ সালের জনগণনার প্রথম পর্ব আগামী জুলাই মাসে শুরু হবে এবং নাগরিকরা অনলাইনে আবেদন করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক তথ্যও পেতে পারবেন।

সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আই.সি.ডি.এস সুপারভাইজার অস্টিন রিয়াং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রচারণার উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই গাঁজা সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসা গাঁজার সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। একই সঙ্গে তিনি উপস্থিত সবাইকে "এক পেড় মা কে নাম" বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ নিতে উৎসাহিত করেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।

খোশবাগানে সুইগি ডেলিভারি কর্মীর

● আটের পাতার পর

সরবরাহকারী সংস্থার ডেলিভারি কর্মীরা প্রতিকূল আবহাওয়া ও নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে গ্রাহকদের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তাদের উপর হামলা, দুর্ব্যবহার ও হেনস্তার অভিযোগ একাধিকবার সামনে এসেছে। এদিকে, খোশবাগানের এই ঘটনায় অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন ডেলিভারি কর্মীদের একাংশ। পাশাপাশি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানানো হয়েছে। বর্তমানে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ।

জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায়

● আটের পাতার পর

তিনভাবে করা যায়। যেমন ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি, কন্সটিটিউশন্যাল ইমার্জেন্সি এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি। যুদ্ধ, বহিরাগত আক্রমণ, সশস্ত্র বিদ্রোহ, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন সহ কিছু ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে সেটা জারি করা যায়। পাকিস্তান এবং চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে এই অবস্থা এসেছিল। আর সংবিধানের ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি জারি করা যায়। অর্থাৎ দেশের কোন স্থায়িত্ব বা ঋণ এর কারণে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায়। কিন্তু তখনকার সময়ে সরকার কতবার ৩৫৬ ধারা জারি করে অনেক রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা তাদের সরকারকে উৎখাত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় আরো বলেন, জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় সম্পর্কে আগামী প্রজন্ম ও যুবদের অবগত করতে হবে। এজন্যই আজকের দিনটি পালন করা। জরুরি অবস্থা ঘোষণা নিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি আমাদের কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় নিয়ে সবাইকে আরো অবগত করবেন। কংগ্রেস যেখানে দেশের গণতন্ত্রকে ধুলিস্যাৎ করেছে সেখানে তাদের পক্ষে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানো নিতান্তই অনুচিত। প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা উচিত এবং আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, আর এস এসের প্রচারক পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি পাপিয়া দত্ত, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, সদর আরবান জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং দলের নেতৃত্ব।

ভাতা পাওয়ার আশায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আকুল

● আটের পাতার পর

অসুস্থতার কারণে সেই কাজ করাও দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।

বৃদ্ধার অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি সামাজিক ভাতা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য একাধিকবার আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত তিনি কোনো ভাতার সুবিধা পাননি। ফলে চরম আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে। চোখের জল মুছতে মুছতে সরোজনী দেববর্মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাও বৃদ্ধার করুণ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এখন দেখার বিষয়, অসহায় এই বৃদ্ধার আর্তি প্রশাসনের কর্ণগোচর হয় কিনা এবং তিনি সরকারি সহায়তার ছোঁয়া পান কিনা।

অঙ্গন

আন্তঃ স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে নেতাজীকে হারিয়ে নজরুল বিদ্যাভবন চ্যাম্পিয়ান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সদর আন্তঃ স্কুল অনুর্ধ-১৭ (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মহারণে শেষ হাসি হাসল বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন। আজ, বৃহস্পতিবার টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত মেগা ফাইনালে তারা নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনকে ৫৪ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের খেতাব নিজেদের নামে করে নেয়। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়েই দুই দলের দাপট থাকলেও, ফাইনালে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্রতিপক্ষকে কার্যত ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় নজরুল বিদ্যাভবনের ছাত্ররা।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১৭০ রানের এক পাহাড়প্রমাণ স্কোর খাড়া করে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন। দলের পক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিং প্রদর্শন করেন অর্কজিত সাহা ও মৈনাক সাহা। অর্কজিত ৩২ বলে ৫টি চার ও ৩টি ছয়ের সাহায্যে ৪২ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। অন্যদিকে মৈনাক সাহা ৪১ বল খেলে ৩৫ রান করে দলকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সাহায্য করেন। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের বোলাররা নজরুল বিদ্যাভবনের ব্যাটারদের ওপর সেভাবে চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন।১৭১ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। দলের পক্ষে ওপেনার দীপ দে একাই লড়াই চালিয়ে ৪১ বলে ৮টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ৫৬ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন। তবে অন্য প্রান্ত থেকে যোগ্য সহযোগিতা না পাওয়ায় ১৯.৪ ওভারে মাত্র ১১৬ রানেই গুটিয়ে যায় নেতাজীর ইনিংস। নজরুল বিদ্যাভবনের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন মৈনাক সাহা। তাকে যোগ্য সংগত দিয়ে আকাশ দেবনাথ ৩১ রানে ২টি এবং সাগর সূত্রধর মাত্র ৯ রান খরচ করে ১টি উইকেট নেন। ব্যাট ও বলে অনবদ্য অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ফাইনাল ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন মৈনাক সাহা।

এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে আগামীকাল যোগা প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন: 'নিজের ভেতর নিজেকে খুঁজে পাওয়ার পথই যোগ'এই স্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য যোগা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী এগিয়ে চল সংঘ। আগামী ২৭ জুন, শনিবার রাজধানীর মেলারমাঠস্থিত ক্লাবের নিজস্ব প্রাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দিন সকাল ঠিক ৮টার মধ্যে সমস্ত প্রতিযোগীদের রিপোর্টিং করতে হবে। ক্লাবের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত জানান, মূলতঃ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নিয়মিত যোগচর্চার প্রসার ঘটাতে এবং সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যোগাভ্যাস যে শরীর ও মনের সামগ্রিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সে কথাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।এবারের প্রতিযোগিতায় সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়রএই তিনটি প্রধান বিভাগে ছেলে ও মেয়েরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। বয়সসীমা অনুযায়ী, ৮ বছর পর্যন্ত প্রতিযোগীরা সাব-জুনিয়র, ৮ থেকে ১২ বছর বয়সিরা জুনিয়র এবং ১২ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত প্রতিযোগীরা সিনিয়র বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। পাশাপাশি, প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ''আর্টিস্টিক সিঙ্গল যোগা''। এই বিশেষ ইভেন্টটিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে; যার একটিতে ৬ থেকে ১১ বছর এবং অন্যটিতে ১১ বছরের ঊর্ধ্বে ছেলে ও মেয়েরা একই গ্রুপে একসঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। এই যোগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করা হয়েছে মাত্র ১০ টাকা। সংঘের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ব্যাপক উৎসহ ও উদ্দীপনায় আগরতলায় মাসব্যাপী বক্সিং কোচিং ক্যাম্পের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।।রাজ্য বক্সিংয়ের মানোন্নয়নে এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ও ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সহযোগিতায় শুরু হয়েছে এক মাসব্যাপী "বিশেষ বক্সিং কোচিং প্রোগ্রাম এবং কোচদের প্রশিক্ষণ শিবির"। গত ২৪ জুন থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরটি আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত এনএসআরসিসি-র বক্সিং হলে অনুষ্ঠিত হবে। আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা দেব সরকার। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল আকর্ষণ হিসেবে মণিপুর থেকে এসেছেন ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের বিশিষ্ট কোচ চিত্তরঞ্জন সিং, যিনি রাজ্যের খেলোয়াড় ও কোচদের আধুনিক কলাকৌশলের পাঠ দেবেন।আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য, স্পোর্টস সেলের প্রভারি তথা সমাজসেবক কমল দে এবং স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্যদ্বয় বেণীমাধব দেবনাথ ও বিশ্বজিৎ পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর সাহা। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং যুগ্ম সম্পাদক অমিত পোদ্দার, রাজীব ব্যানার্জি। সামগ্রিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক। উদ্বোধনী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৬০ জন প্রতিভাবান বক্সার এবং ২৫ জন স্থানীয় কোচ উপস্থিত ছিলেন, যা আগামী দিনে রাজ্যের বক্সিং অঙ্গনে এক নতুন জোয়ার আনবে বলে ক্রীড়ামহল আশাবাদী।

মহিলা মাস্টার্স অ্যাথলেটেরা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। গোয়ায় সদ্য সমাপ্ত ৩য় জাতীয় উইমেন্স মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরার প্রমীলা বাহিনী। এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মোট নয় জন নারী মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মাঠ কাঁপিয়ে রাজ্যের জন্য বয়ে এনেছেন গৌরব। প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার কন্যারা মোট ৯টি স্বর্ণ এবং ৪টি রৌপ্য পদক জয় করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত ইভেন্টে রত্না খাতুন (৩৫+ বিভাগে ১৫০০ মিটার, ট্রিপল জাম্প ও ১০০ মিটার হাডলসে গোল্ড), মিতালী দেবনাথ (৫০+ বিভাগে ১৫০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে গোল্ড), জবা পাল দত্ত (৬০+ বিভাগে লং জাম্পে গোল্ড এবং ট্রিপল জাম্প ও ১০০ মিটার হাডলসে সিলভার), শেফালী বর্ধন (৭৫+ বিভাগে লং জাম্পে গোল্ড ও ট্রিপল জাম্পে সিলভার) এবং অর্চনা বণিক (৫৫+ বিভাগে ট্রিপল জাম্প ও লং জাম্পে গোল্ড) ঈর্ষণীয় সাফল্য পান। এ ছাড়াও রিলে রেসে যৌথভাবে রৌপ্য পদক জয় করেন রাখী দেব, রত্না ঘোষ, খেলা দেবনাথ ও অর্চনা বণিক।রাজ্যের এই অসামান্য কৃতি তারকাদের সম্মান জানাতে বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় এক জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক তথা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজরি কমিটির সম্মানিত সদস্য স্বপন সাহার বাসভবনে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আসর বসে। ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সকল অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ী খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত ও উৎসাহিত করেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অ্যাডভোকেট সঞ্জয় পাল, সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা, অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য স্বপন সাহা এবং সম্পাদক আশিস পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিত্বরা।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।।ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের (টি এস জে সি) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে।এবছর লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড দেয়া হবে রাজ্যের প্রাক্তন ও প্রবীণ বডি বিল্ডিং খেলোয়াড় তথা ভারোত্তোলন ও জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার দীর্ঘ দিনের সম্পাদক ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ ভট্টাচার্যকে।এছাড়া ছয়টি ইভেন্টে বর্ষ সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কার তুলে দেয়া হবে। টি এস জে সি-র বিচারে এবারের নির্বাচিতরা হলেন - জিমন্যাস্টিক্স-এ শ্রেয়াংশী রায়, ফুটবলে পারভেজ ভূঁইয়া, ক্রিকেটে ঋজু সাহা, জুডোতে রিকসন দেববর্মা, দাবায় শাক্য সিংহ মোদক ও বডি বিল্ডিং-এ ডা. বিশাল সিনহা।আগামীকাল বিকেল তিনটায় আগরতলায় অভিজাত হোটেলে হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে বিশিষ্ট অতিথিরা সহ রাজ্যের ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ভিনিসিয়াসের জোড়া গোল, ম্যাচে ফিরলেন নেমার
বহু সহজ সুযোগ নষ্ট করেও অনায়াস জয় ব্রাজিলের

বিশ্বকাপের বিশ্বায়ন করতে গিয়ে ফুটবলের শীতলায়ন করে ফেলেছে ফিফা। ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড ম্যাচ তার অন্যতম সেরা উদাহরণ। স্কটিশেরা যেন আত্মসমপর্ণের মানসিকতা নিয়েই নেমেছিলেন লিয়োনেল মেসির পাড়ার মাঠে। অধিকাংশ সময় নিজেদের অর্ধেই থাকলেন স্কটল্যান্ডের ১০ জন ফুটবলার! ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের গোলও উপহার দিলেন।

১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছিল স্কটল্যান্ড। ১৯৯০ এবং ২০০৬ সালের বিশ্বকাপেও লড়াই করেছিল। সেই লড়াই দেখা গেল না বৃহস্পতিবার। শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন ব্রাজিলের ফুটবলারেরা। বলা ভাল নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেয় স্কটল্যান্ড। ব্রাজিলের অর্ধে বল গেলেও স্কটিশ ফুটবলারেরা হাফ লাইন পার হচ্ছিলেন না! ব্রাজিলের চার ডিফেন্ডার নিজেদের অর্ধে খেললেন অনুশীলনের মেজাজে। ছোট ছোট পাস খেলে আক্রমণ তৈরি করছিলেন ম্যাথেউস কুনহা, রায়ান, ভিনিসিয়াসেরা। স্কটল্যান্ডের ফুটবলারেরা চ্যালেঞ্জও করছিলেন না। ট্যাকলও করছিলেন না। যে দিকে বল যাচ্ছিল, সে দিকে সকলে চলে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই ৭ মিনিটে স্কট ম্যাককেনা নিজেদের বক্সেই ভুল করে বসলেন। রায়ান বল কেড়ে নিয়ে দেন ভিনিসিয়াসকে। অরক্ষিত অবস্থায় বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি তিনি। ব্রাজিলের পঞ্চম ফুটবলার হিসাবে বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচেই গোল করলেন ভিনিসিয়াস। ১৯৭০ সালে জাইরজিনহো, ১৯৯৪ সালে রোমারিয়ো এবং ২০০২ সালে রোনাল্ডো এবং রিভাল্ডোর পর এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। একই সঙ্গে তাড়া করছেন লিয়োনেল মেসিকেও।

২১ মিনিটে আবারও স্কটল্যান্ড ডিফেন্সের জঘন্য ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করে ফেলেছিলেন ভিনিসিয়াস। রেফারি প্রথমে গোল দিলেও 'ভার' সিদ্ধান্ত বদলে দেয়। রিপ্লে দেখার পর গোল বাতিল করে ফাউল দেন রেফারি। গোল করার আগে বল কাড়ার সময় ফাউল করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকার। হাইড্রেশন বিরতির পর স্কটল্যান্ড আক্রমণে উঠতে শুরু করে। ব্রাজিলের বক্সে চাপ বাড়াতে শুরু করেন স্কটিশেরা। তবে তাদের অ্যাটাকিং থার্ডের দুর্বলতা ব্রাজিলকে বিপদে ফেলতে পারেনি। বরং প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময় দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস। ছয় গজের মধ্যে এ বারও অরক্ষিত অবস্থায় বল পান তিনি। হেড দিয়ে গোল করেন বিনা বাধায়।

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ভাল দেখিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। আগ্রাসী ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে। প্রথম ৪ মিনিটেই গোল করার দু'টি ভাল সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু ফিনিশিংয়ের অভাবে সাফল্য আসেনি। প্রতি আক্রমণ থেকে ৫০ মিনিটের মাথায় দিনের অন্যতম সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ভিনিসিয়াস। একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন কুনহাও। ৬০ মিনিটে ব্রাজিলের হয়ে তৃতীয় গোলটি তাঁরই। বক্সের বাইরে বল ধরে স্কটল্যান্ডের একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল সাজিয়ে দেন ব্রুনো গিমারায়েস। এ বার আর ভুল করেননি কুনহা। স্কটল্যান্ড দিনের সহজতম সুযোগ হাতছাড়া করে ৬৫ মিনিটে। বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রিকক পায় স্কটিশেরা। ভেসে আসা বলে স্কট ম্যাকটমিনে হেড করেন। শরীর ছুড়ে দিয়ে কোনও রকমে দুর্গ রক্ষা করেন অ্যালিসন। ম্যাচে এই প্রথম তাঁকে পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। শেষ ১৫ মিনিটেও একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন ব্রাজিলের ফুটবলারেরা।

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধেও নেমারকে প্রথম একাদশে রাখেননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। ৭৬ মিনিটে তাঁকে মাঠে নামান। ২০২৩ সালের পর এই প্রথম ব্রাজিলের জার্সি গায়ে মাঠে নামলেন তিনি। চোট কাটিয়ে ম্যাচে ফেরা নেমার অবশ্য তেমন কিছু করতে পারেননি। আনচেলোত্তি প্রথম একাদশে রেখেছিলেন ১৯ বছরের রায়ানকে। ১৯৭০ সালে মার্কো অ্যান্তোনিয়োর পর প্রথম কোনও টিনএজার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করলেন।অবশেষে দেখা মিলল তাঁর। অবশেষে ব্রাজিলের জার্সি পরে মাঠে নামলেন তিনি। ৯৮১ দিন পর। এ বারের বিশ্বকাপে নেমারকে আদৌ দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। অবশেষে মাঠে নামলেন নেমার। খেলতে নেমে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। কেঁদে ফেললেন। খেলা শেষে জানালেন, খুব চিন্তায় ছিলেন তিনি।

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ছিলেন না নেমার। কিন্তু পরিবর্ত ফুটবলারদের তালিকায় তাঁর নাম দেখে একটা ইঙ্গিত মিলেছিল। ম্যাচের ৬৫ মিনিটের মাথায় দেখা যায়, বেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ওয়ার্ম আপ করছেন নেমার। তখনই চিৎকার শুরু করে দেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা। শেষে ৭৬ মিনিটের মাথায় পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামেন নেমার। মায়ামির স্টেডিয়ামে তখন চিৎকারে কান পাতা দায়।

৯৮১ দিন পর মাঠে নেমে খুব বেশি কিছু করতে হয়নি নেমারকে। তখন দল ৩-০ গোলে এগিয়ে। ফলে চাপ পড়েনি তাঁর উপর। হাসতে হাসতে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে নকআউটে গিয়েছে ব্রাজিল।

কিন্তু খেলা শেষে দেখা গেল নেমারের আবেগ। সতীর্থেরা যখন তাঁকে এসে জড়িয়ে ধরছেন, গ্যালারিতে তাঁর নাম ধরে চিৎকার হচ্ছে, তখন দেখা গেল, জার্সিতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন নেমার। এত দিন পর দেশের জার্সিতে নেমে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৭৯ গোল করা ফুটবলার। মাঠে ছিলেন নেমারের পরিবারের সদস্যেরাও। খেলা শেষে তাঁরা মাঠে নেমে আসেন। পরিবারের সঙ্গে দলের জয়ের উল্লাসে মাতেন নেমার।

দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকলেও নেমারকে দলে রেখেছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। তিনি জানেন, ১৬ বছর ধরে ব্রাজিলের হয়ে ১২৯ ম্যাচ খেলা নেমারকে প্রয়োজন পড়বে তাঁর। তবে নেমারকে খেলানো নিয়ে তাড়াহুড়ো করেননি আনচেলোত্তি। ধীরে ধীরে তাঁকে ম্যাচফিট করে তুলছেন কোচ। এত দিন পরে দেশের জার্সি গায়ে নামার আগে চিন্তায় ছিলেন নেমার। খেলা শেষে তিনি বলেন, "হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। খুব চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু এখন খুব খুশি। সব ভাল ভাবে হয়েছে। জিতেছি। দলকে নিয়ে গর্বিত।" এ বার প্রতিটি ম্যাচে মরণ-বাঁচন। সেই লড়াইয়ে নামার আগে নেমারের প্রত্যাবর্তন ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

বিশ্বকাপের প্রথম তিন গ্রুপ চূড়ান্ত! কারা গেল নকআউটে
সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কে, কাদের আশা এখনও বেঁচে, দেখে নিন

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ দিকে। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সকালে বিশ্বকাপের 'এ', 'বি' ও 'সি' গ্রুপের খেলা শেষ। প্রতিটি দল তিনটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এই তিনটি গ্রুপের সামগ্রিক কী, তা দেখে নেওয়া যাক এক নজরে।

তিনটি গ্রুপ থেকে মোট ছ'টি দল সরাসরি জায়গা করে নিয়েছে নকআউটে। তিন নম্বরে থাকা তিনটি দলের এখনও সুযোগ রয়েছে নকআউটে যাওয়ার। আর চার নম্বরে থাকা তিনটি দল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে।গ্রুপ এমেক্সিকো (তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট)গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেক্সিকো। তিনটি ম্যাচই জিতেছে তারা। প্রথম তিন গ্রুপে তারাই একমাত্র দেশ যারা তিনটি ম্যাচই জিতেছে। নকআউটের প্রথম রাউন্ডে সি, ই, এফ, এইচ ও আই গ্রুপের মধ্যে কোনও একটি তৃতীয় স্থানে থাকা দলের বিরুদ্ধে খেলবে আয়োজক দেশ। ২ জুলাই ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ৬টায় সেই ম্যাচও নিজেদের দেশের মাটিতে খেলবে তারা।দক্ষিণ আফ্রিকা (তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট)গ্রুপের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে চমক দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম বার বিশ্বকাপের নকআউটে উঠেছে তারা। ২৮ জুন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায় বিশ্বকাপের এক আয়োজক দেশ কানাডার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। লস অ্যাঞ্জেলেসে হবে সেই ম্যাচ।দক্ষিণ কোরিয়া (তিন ম্যাচে ৩ পয়েন্ট)

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে নিজের উপর চাপ বাড়িয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। আপাতত তাদের নিজেদের হাতে কিছু নেই। তাদের অপেক্ষা করতে হবে বাকি গ্রুপগুলির খেলার উপর।

চেকিয়া (তিন ম্যাচে ১ পয়েন্ট)এ বার হতাশ করেছে চেকিয়া। তিন ম্যাচে মাত্র একটি ড্র করেছে তারা। বাকি দুই ম্যাচ হেরেছে। গ্রুপে সকলের শেষে চেকিয়া। ফলে তাদের বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে।

গ্রুপ বিসুইৎজারল্যান্ড (তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট)

তিন ম্যাচের মধ্যে দু'টি জিতে ও একটি ড্র করে গ্রুপ শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের নকআউটে গিয়েছে সুইৎজারল্যান্ড। ভাল দেখাচ্ছে তাদের। তবে নকআউটে তাদের প্রতিপক্ষ এখনও ঠিক হয়নি। ই, এফ, জি, আই ও জে গ্রুপের মধ্যে কোনও এক তৃতীয় স্থানে থাকা দলের বিরুদ্ধে কানাডার মাটিতে খেলবে তারা। ৪ জুলাই ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টা থেকে হবে সেই ম্যাচ।কানাডা (তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট)

আয়োজক দেশ কানাডা একটি ম্যাচ জিতেছে, একটি ড্র করেছে ও একটি হেরেছে। ফলে দ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে তারা। ফলে নকআউটে আমেরিকায় গিয়ে খেলতে হবে তাদের। ২৮ জুন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা।

গোলপার্থক্যে কানাডার থেকে নীচে শেষ করেছে বসনিয়া। তবে এখনও সুযোগ রয়েছে তাদের। তার জন্য বাকি সব গ্রুপের ম্যাচের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে ৪ পয়েন্ট থাকায় নকআউটে যাওয়ার ভাল সুযোগ রয়েছে বসনিয়ার।কাতার (তিন ম্যাচে ১ পয়েন্ট)

চার বছর আয়োজক দেশ হিসাবে গ্রুপের একটি ম্যাচ থেকেও পয়েন্ট পায়নি কাতার। এ বার অন্তত ১ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। সেটাই তাদের সাফল্য। চার নম্বরে শেষ করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে এশিয়ার এই দেশ।গ্রুপ সি ব্রাজিল (তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট)প্রথম ম্যাচে মরক্কোর কাছে আটকে গেলেও পরের দু'টি ম্যাচ সহজে জিতেছে ব্রাজিল। গ্রুপ শীর্ষেই শেষ করেছে তারা। ২৯ জুন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১০টায় হিউস্টনে তাদের নকআউটের ম্যাচ খেলতে নামবে তারা। এফ গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা দলের বিরুদ্ধে খেলবেন ভিনিসিয়াস, নেমারেরা। অর্থাৎ, নেদারল্যান্ডস, জাপান বা সুইডেনের মধ্যে এক দেশের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ব্রাজিলকে।মরক্কো (তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট)

ব্রাজিলের সমান পয়েন্ট পেলেও গোলপার্থক্যে দ্বিতীয় স্থানে মরক্কো। নকআউটে তারা খেলতে নামবে ৩০ জুন ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ৬টায়। এফ গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দলের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। অর্থাৎ, নেদারল্যান্ডস, জাপান বা সুইডেনের মধ্যে এক দেশের বিরুদ্ধে খেলতে হবে মরক্কোকে।

স্কটল্যান্ড (তিন ম্যাচে ৩ পয়েন্ট)একটি ম্যাচ জেতায় বিশ্বকাপের নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে স্কটল্যান্ডের। আপাতত তিন নম্বরে রয়েছে তারা। অন্য দলের খেলার দিকে তাকিয়ে স্কটল্যান্ড।হাইতি (তিন ম্যাচে ০ পয়েন্ট)প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নেমে ভাল অভিজ্ঞতা হল না হাইতির। তিনটি ম্যাচই হেরেছে তারা। চার নম্বরে শেষ করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে হাইতি। বিশ্বকাপে দু'টি গোল করেছে হাইতি। এ বারের বিশ্বকাপ থেকে সেটাই তাদের প্রাপ্তি।

দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথম বার নকআউটে দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রুপ শীর্ষে মেক্সিকো

রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই হাঁটু মুড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন হুগো ব্রুস। দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবলারদের মধ্যে কেউ কেউ হাত পা ছুড়ে উল্লাস করছেন। কেউ কাঁদছেন। দু'জনকে দেখা গেল মাঠে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। সমর্থকদেরও একই হাল। কারও চোখ শুকনো নেই। থাকবে কী করে? চলতি বিশ্বকাপে বড় অঘটন করেছে তারা। দক্ষিণ কোরিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম বার জায়গা করে নিয়েছে আফ্রিকার দেশ।এ রকম যে কিছু হতে পারে, তা আশা করেননি কোনও বিশেষজ্ঞই। ফিফা ক্রমতালিকায় ২৮ নম্বরে থাকা সন হিউ মিনের দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫৪ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে অনেকটা এগিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মাঠে দেখা গেল অন্য ছবি।প্রথম দু'ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু অভিজ্ঞ কোচ ব্রুস জানতেন, তাঁদের সুযোগ রয়েছে। সেই শিক্ষায় ফুটবলারদের দিয়েছিলেন ৭৪ বছর বয়সি পোড়খাওয়া কোচ। মাঠে সেটাই দেখা গেল। দক্ষিণ কোরিয়া গোলের জন্য যাঁর উপর ভরসা করে সেই সনকেই বোতলবন্দি করে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে গোল করতে পারল না এশিয়ার দেশ।শারীরিক লড়াইয়েও হার মানল দক্ষিণ কোরিয়া। তাদের কাছে স্কিল আছে। কিন্তু দৈহিক উচ্চতা ও ক্ষমতায় অনেকটা পিছিয়ে তারা। ফলে একের বিরুদ্ধে একের লড়াই জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। রক্ষণ মজবুত থাকায় দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের ফসল তুলতে পারল না। কিন্তু ম্যাচের ৬৩ মিনিটের মাথায় গুরুত্বপূর্ণ গোলটি করে ফেললেন থাপেলো মাসেকো। এর পর যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর মূর্তি বসে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দেশের ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাফল্য এল তাঁর পা থেকেই।দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে নকআউটে যাওয়ার স্বপ্ন ধাক্কা খেল দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা তিন নম্বরে রয়েছে। এখনও নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এশিয়ার দেশের। তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বাকি গ্রুপের ফলের উপর।

কানাডাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সুইৎজারল্যান্ড
আশা জিইয়ে রাখল বসনিয়া, বিদায় কাতারের

কানাডাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের গ্রুপ 'বি'র এক নম্বর দল হিসাবে নকআউটে পৌঁছোল সুইৎজারল্যান্ড। রানার্স হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে অন্যতম আয়োজকেরাও। অন্য ম্যাচে কাতারকে ৩-১ গোলে হারিয়ে নকআউটের আশা জিইয়ে রাখল বসনিয়া। বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ দু'টি ম্যাচ একসঙ্গে শুরু হয়। অন্য ম্যাচের ফল দেখে কোনও দল যাতে বাড়তি সুবিধা নিতে না পারে সে জন্যই এই ব্যবস্থা। সেই মতো সুইৎজারল্যান্ড-কানাডা এবং বসনিয়া-কাতার ম্যাচ শুরু হয় এক সময়।জিতলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ছিল সুইৎজারল্যান্ড এবং কানাডা দু'দলের কাছেই। তাই দু'দলই কিছুটা সাবধানে শুরু করেছিল। সুইৎজারল্যান্ড আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে মাঠে নামলেও কানাডা প্রতি আক্রমণমূলক রণনীতি নিয়েছিল। প্রথমার্ধে দু'দলই গোলের একাধিক সুযোগ নষ্ট করে। গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয় প্রথম ৪৫ মিনিটের খেলা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোলের জন্য ঝাঁপায় সুইৎজারল্যান্ড। ফলও মেলে। খেলা শুরুর ১ মিনিটের মধ্যে রুবেন ভার্গাসের গোলে এগিয়ে যায় সুইৎজারল্যান্ড। এগিয়ে যাওয়ার পর কানাডাকে আরও চেপে ধরে তারা। একের পর এক আক্রমণ তৈরি করতে থাকে। ৫৭ মিনিটে সুইৎজারল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় গোল জোহান মানজাম্বির। ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকেরা। ৭৬ মিনিটে বক্সের মধ্যে নাথান সালিবার কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন প্রমিস ডেভিড। চেষ্টা করেও আর গোল করতে পারেনি কোনও দল। তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শেষ করল সুইৎজারল্যান্ড। হারলেও গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল কানাডা। তিন ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪। গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় হল তারা।অন্য দিকে, গত বারের বিশ্বকাপ আয়োজকদের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেল বসনিয়া হার্জেগোভিনা। ম্যাচের প্রথম থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলে কাতারকে চাপে রাখেন বসনিয়ার ফুটবলারেরা। ২৯ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে বসনিয়াকে এগিয়ে দেন কেরিম আলাইবেগোভিচ। ৫ মিনিটের ব্যবধানে লিড বাড়িয়ে নেন তাঁরা। কাতারের ডিফেন্ডার সুলতান আল-ব্রেক বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে চাপের মুখে আত্মঘাতী গোল করে বসেন। ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর আত্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় কাতার। ৪২ মিনিটের মাথায় হাসান আল-হেইদোসের গোলে ব্যবধান কমায় কাতার। ৮০ মিনিটে দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করে বসনিয়ার জয় নিশ্চিত করেন আরমিন মাহমিচ।কাতার জিততে পারলে সুযোগ থাকত। কিন্তু তিন ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে ছিটকে গেল তারা। বসনিয়ার পয়েন্ট তিন ম্যাচে ৪। গোল পার্থক্যে কানাডার থেকে পিছিয়ে থাকায় তৃতীয় হল তারা। তৃতীয় স্থানে শেষ করা আটটি দল নকআউটে যাবে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্য গ্রুপগুলির ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে বসনিয়াকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত সার্বিক বিবেচনায় জনস্বার্থে গৃহীত : স্বাস্থ্য সচিব

আগরতলা, ২৫ জুন : রাজ্য মন্ত্রিসভার গত ২২ জুন বৈঠকে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার যুক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি দেওয়া হয় না। ২০০৫ সালে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার একটি প্রস্তাব ছিল, যদিও তা বাস্তবায়িত করা হয়নি।

তিনি আরও জানান, বিহার, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে কেরল, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানের মতো রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত চিকিৎসক এবং প্রশাসনিক পদে থাকা চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২০২৫ সালে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস), নয়াদিল্লির পরিচালক ড. এম. শ্রীনিবাস এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারকে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। ওই প্রতিবেদনে চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের স্বার্থে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য সচিব আরও জানান যে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা গত ২১ জুন, ২০২৬ তারিখে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং এজিএমসি টিচার্স ফোরামের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উভয় সংগঠনই সর্বসম্মতিক্রমে সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। পাশাপাশি তারা নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স (এনপিএ)-এর ভিত্তিতে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, সময়মতো পদোন্নতি এবং শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কিছু সহায়তার প্রস্তাব দেয়।

বর্তমানে ত্রিপুরা মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস রুলস সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে পর্যাপ্ত পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক-চিকিৎসকদের সময়মতো পদোন্নতি নিশ্চিত করা যায়। মন্ত্রিসভা চিকিৎসকদের জন্য মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স (এনপিএ) মঞ্জুর করার পাশাপাশি মূল বেতন ও এনপিএ-র ওপর মহার্ঘ ভাতা নির্ণয়েরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, চিকিৎসক এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি পরিষেবার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসকও নিয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষক-চিকিৎসকরা যদি আরও বেশি সময় প্রতিষ্ঠান দুটিতে ব্যয় করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সুপার স্পেশালিটি কোর্স চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার নিদর্শনের উদ্ধৃতি করে চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির প্রতি তার বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

সরকারি সিল-সই জালিয়াতির অভিযোগে বুক কিপারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

তেলিয়ামুড়া, ২৫ জুন: আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আলোচিত মহারানীপুর কাণ্ডে নতুন মোড় এসেছে। এবার সরকারি সিল ও স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) বিপ্লব আচার্য।

অভিযোগ অনুযায়ী, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন-এর বুক কিপার এবং মহারানীপুরের বাসিন্দা ঝুমা চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিডিওর সরকারি সিল ও স্বাক্ষর জাল করে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, অভিযুক্ত ঝুমা চৌধুরীর বিরুদ্ধে এর আগেও আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেই অভিযোগগুলিও বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে এবং এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

এদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্তের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ দায়ের হওয়া মানেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া নয়। তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন।

খোশবাগানে সুইগি ডেলিভারি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ, পশ্চিম থানায় মামলা

আগরতলা, ২৫ জুন: রাজধানী আগরতলার খোশবাগান এলাকায় এক সুইগি ডেলিভারি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আক্রান্ত ডেলিভারি কর্মীর নাম অভিজিৎ সরকার। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগর এলাকায় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, খোশবাগান এলাকায় ডেলিভারির কাজে গিয়ে অভিজিৎ সরকারের উপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে বিকি মজুমদারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার পর আহত ডেলিভারি কর্মী থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন অনলাইন খাদ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের দাবির মাঝেই মৃত্যুফাঁদে পরিণত পদ্মবিলের সেতু, ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে দুই শতাধিক পড়ুয়া

আগরতলা, ২৫ জুন: সরকারের উন্নয়নের দাবির বিপরীতে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর বিধানসভার অন্তর্গত উত্তর পদ্মবিল ও দক্ষিণ পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে চরম যোগাযোগ সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ভাঙাচোরা রাস্তা ও জরাজীর্ণ একটি স্টিলের সেতু ভরসা করে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে প্রায় ৪৫০টি পরিবারের হাজারো মানুষকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জলাবাজার থেকে বড়বাজার পর্যন্ত সংযোগকারী এই রাস্তা বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি এলাকার একমাত্র ভরসা পুরনো স্টিল বা রেলওয়ে সেতুটি বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সেতুর বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, উত্তর ও দক্ষিণ পদ্মবিল এলাকার প্রায় ২০০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন এই বিপজ্জনক সেতু পার হয়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে। স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, সেতুর অবস্থা এতটাই খারাপ যে ছোট শিশুদের একা পার হতে দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে প্রতিদিন অভিভাবকদের সন্তানদের হাত ধরে সেতু পার করিয়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে হচ্ছে।

শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। কোনো গর্ভবতী মহিলা বা গুরুতর অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে অ্যাম্বুল্যান্স ওই এলাকায় পৌঁছাতে পারে না। বাধ্য হয়ে রোগীদের কাঁধে কিংবা টুকরিতে করে বিপজ্জনক সেতু পার করিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তা ও সেতুর দুরবস্থার বিষয়ে বহুবার প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের অবগত করা হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে এবং দুর্ভোগ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। স্থানীয়দের প্রশ্ন, উন্নয়নের এত দাবি-দাওয়ার মধ্যেও কেন উত্তর ও দক্ষিণ পদ্মবিলের মানুষ এখনও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত? তাদের দাবি, অবিলম্বে ভাঙা রাস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার এবং ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর পরিবর্তে একটি স্থায়ী ও নিরাপদ সেতু নির্মাণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে।

পোলিওমুক্ত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উত্তর জেলাজুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি

ধর্মনগর, ২৫ জুন: আগামী ২৮ জুন জাতীয় টিকাকরণ দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা জেলাজুড়ে পালস পোলিও কর্মসূচি-২০২৬ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার জানান, জেলার পাঁচ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুই যাতে পোলিও প্রতিরোধী টিকার আওতার বাইরে না থাকে, সে লক্ষ্যেই সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার মোট জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৯৩ জন এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ৪৫ হাজার ৭৭২ জন। এই সকল শিশুকে পোলিও টিকাদানের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৪৫৮টি টিকাদান বুথ স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি যাতায়াতরত শিশুদের জন্য ৭টি ট্রানজিট বুথ খোলা হবে। এসব বুথ পানিসাগর মোটর স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশন, কাঞ্চনপুর মোটর স্ট্যান্ড, চামটিলা, ধর্মনগর রেল স্টেশন এবং ধর্মনগর আইএসবিটি এলাকায় স্থাপন করা হবে।

ডা. হালদার জানান, কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ১,৮৭২ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক এবং তদারকির জন্য ৯৪ জন সুপারভাইজার নিয়োজিত থাকবেন। তিনি জেলার সকল অভিভাবকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুকে নির্ধারিত দিনে নিকটবর্তী বুথে নিয়ে গিয়ে পোলিও টিকা খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরি। পোলিওমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

কলকাতার সর্বভারতীয় যুব জমায়েতে যোগ দিতে ত্রিপুরা থেকে এআইডিওয়াইও-র প্রতিনিধি দল রওনা

আগরতলা, ২৫ জুন : আগামী ২৭ জুন কলকাতায় অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় যুব জমায়েতে অংশগ্রহণ করতে ত্রিপুরা থেকে একটি প্রতিনিধি দল আজ কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে-র নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি রেলপথে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে। প্রতিনিধি দলে সংগঠনের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা স্তরের যুব কর্মী ও নেতৃত্বরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, দেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতিতে যুব সমাজের ভূমিকা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে এই সর্বভারতীয় যুব জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা জানান, জাতীয় স্তরের এই জমায়েত যুবসমাজের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি ও প্রত্যাশা তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। যুবদের অধিকার, কর্মসংস্থান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রশ্নে এই সমাবেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তারা।

জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় সম্পর্কে আগামী প্রজন্ম ও যুবদের অবগত করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জুন: জরুরি অবস্থার কালো দিন যাতে আর কোন সময় ফিরে না আসে সেই চেষ্টা করতে হবে। জরুরি অবস্থার সময়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ ছিল সর্বত্র। জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় সম্পর্কে আগামী প্রজন্ম ও যুবদের অবগত করতে হবে। সংবিধান হত্যা দিবসকে সামনে রেখে আজ ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ১৯৭৫ সালে দেশে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন আমি সহ ত্রিপুরার আরো কয়েকজনকে এলাহাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে তিনদিন থাকতে হয়েছিল। হাওড়াতে আসার পথে এই ঘটনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কলকাতায় কয়েকদিন থেকে আগরতলায় এসে পৌঁছায়। সেই সময় যাদের বোধশক্তি ছিল একমাত্র তারাই বুঝতে পারবেন যে জরুরি অবস্থা কী ছিল। সেসময় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুখময় সেনগুপ্ত। ত্রিপুরায় একটা ভয়ের পরিবেশ ছিল তখন। কখন কাকে ধরে নিয়ে যাবে, কখন কাকে জেলের ভেতর পুরে দেবে - এমন আতঙ্কের পরিবেশ ছিল। তখনকার প্রায় সব ঘটনাবলী আমার অবগত রয়েছে। এখনো সেই দিনগুলো মনে পড়ে আমার।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়েছিল। যা ছিল দেশের গণতন্ত্রের জন্য একটা কালো অধ্যায়। এমন দিন আর যাতে ফিরে না আসে সেজন্য আমরা আজকের দিনটি পালন করি। এমন অবস্থা যাতে আর না হয়, তাই প্রতি বছর ভারতীয় জনতা পার্টি ২৫ জুন ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা কালোদিন হিসেবে ঘোষণা করে এবং দেশজুড়ে কালা দিবস বা সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যখন সরকার আসে তখন এধরণের কালো দিন আর যাতে না আসে এবং মানুষ যাতে সেদিনটি ভুলে না যায় তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২৫ জুন দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের গদি বাঁচানোর জন্য জরুরি অবস্থা কায়েম করেছিলেন। সাধারণত ইমার্জেন্সি ঘোষণা করতে হলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাতা পাওয়ার আশায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন অসহায় জনজাতি বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ২৫ জুন: ভাতা পাওয়ার আশায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আকুল আবেদন জানালেন এক অসহায় স্বামীহারা ও সন্তানহারা জনজাতি বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত প্রমোদনগর ভিলেজ এলাকায়।

জানা গেছে, বৃদ্ধা সরোজনী দেববর্মার জীবনে নেমে এসেছে একের পর এক দুঃখের ছায়া। বহু আগেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর স্বামী যুদ্ধ দেববর্মাকে। এরপর একমাত্র ছেলে দশরথ দেববর্মারও মৃত্যু হয়। স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে বর্তমানে সম্পূর্ণ একাকী জীবনযাপন করছেন তিনি।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও জীবিকার তাগিদে এখনও তাঁকে প্রতিদিন বন-জঙ্গলে যেতে হয়। সেখান থেকে বাঁশের করুল সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেই কোনোমতে দিন গুজরান করেন এই অসহায় বৃদ্ধা। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বয়স ও শারীরিক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিগো বিমানের ক্রুদের হাতে ত্রিপুরার কুইন আনারস তুলে দিলেন কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জুন: ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-কে সামনে রেখে অভিনব প্রচারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে নয়াদিল্লিগামী একটি ইন্ডিগো বিমানের পাইলট, কো-পাইলট এবং কেবিন ক্রুদের হাতে ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন আনারস তুলে দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগের কথা জানিয়ে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরার অন্যতম সেরা কৃষিজ পণ্য কুইন আনারসকে জাতীয় স্তরে আরও পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যেই এই সৌজন্যমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এটি শুধু একটি ফল নয়, বরং ত্রিপুরার কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম, উর্বর মাটি এবং রাজ্যের গর্বের প্রতীক।

মন্ত্রী জানান, আগামী ২৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত আগরতলার মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে 'ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬'। এই উৎসবকে ঘিরে দেশ-বিদেশে ত্রিপুরার কুইন আনারসের পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

রতন লাল নাথ বলেন, "ত্রিপুরার কুইন আনারস শুধু একটি ফল নয়। এটি আমাদের পরিশ্রমী কৃষকদের নিষ্ঠা, ত্রিপুরার মাটির সমৃদ্ধি এবং রাজ্যের ক্রমবর্ধমান আত্মগৌরবের প্রতীক।"

এদিনের কর্মসূচিতে কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যও।

উল্লেখ্য, তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষক, উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক এবং কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অংশীজনরা অংশ নেবেন। উৎসবের মাধ্যমে ত্রিপুরার কুইন আনারসের নতুন বাজার সম্প্রসারণ এবং রপ্তানির সম্ভাবনা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম রাহুল, শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নপূরণে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা কামনা

আগরতলা, ২৫ জুন : চরম আর্থিক অনটন ও প্রতিকূলতার মধ্যেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের জোরে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে কাঞ্চনমালা পাল কলোনির মেধাবী ছাত্র রাহুল রুদ্রপাল। তার এই সাফল্যে পরিবার, প্রতিবেশী এবং সমগ্র এলাকাজুড়ে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

রাহুলের বাবা দিলীপ রুদ্রপাল পেশায় একজন অটোচালক এবং মা অনিতা রুদ্রপাল গৃহিণী। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে দিলীপ রুদ্রপাল সারাদিন অটো চালিয়ে যা উপার্জন করেন, তা দিয়েই সংসার চালানোর পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনার খরচ বহন করে আসছেন। আর্থিক সংকট নিত্যসঙ্গী হলেও ছেলের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও আপস করেননি তিনি।

ছোটবেলা থেকেই রাহুলের মেধার পরিচয় পেয়েছিলেন শিক্ষক ও প্রতিবেশীরা। সেই মেধারই স্বীকৃতি মিলেছে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৭৭ নম্বর পেয়ে সে রাজ্যের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অর্জন করেছে।

রাহুল জানায়, পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় পড়াশোনার খরচ চালাতে তার বাবাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। তবুও বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে সে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। ভবিষ্যতে একজন আদর্শ শিক্ষক হয়ে সমাজের সেবা করার লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যেতে চায় সে।

বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল তার সাফল্যের পাশাপাশি পরিবারের অভাব-অনটনের কথাও তুলে ধরে। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানায়, সরকারের পক্ষ থেকে যদি তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, তবে তার শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা অনেকটাই সহজ হবে। রাহুল আরও জানিয়েছে, উচ্চশিক্ষার অংশ হিসেবে আগরতলার একটি ডি.এল.এড. কলেজে ভর্তি হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার। ইতোমধ্যে এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব তার এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

দারিদ্র্যকে জয় করে রাহুলের এই সাফল্য আজ বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, আর্থিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সে তার স্বপ্নের শিক্ষক হওয়ার লক্ষ্য কতটা সফলভাবে পূরণ করতে পারে।

এনসিসি ক্যাডেটদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করল আসাম রাইফেলস

আগরতলা, ২৫ জুন: তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত ও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে আগরতলা ব্যাটালিয়ন অব আসাম রাইফেলস আজ আগরতলা গ্যারিসন গ্রাউন্ডে এনসিসি ক্যাডেটদের জন্য একটি বিশেষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে।

এই কর্মসূচিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি ছিল আধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির পরিচিতি এবং অন্যটি ছিল অবস্ট্যাকল কোর্স প্রশিক্ষণ। এর মাধ্যমে ক্যাডেটরা আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির পরিবর্তিত দিক সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

অবস্ট্যাকল কোর্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ক্যাডেটদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং সমন্বয় দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে তারা দলগত কাজের মানসিকতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ় সংকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি অর্জন করে, যা আসাম রাইফেলসের ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

কর্মসূচিতে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয় এনসিসি ক্যাডেটরা। প্রতিটি কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কৌতূহল এবং শেখার আগ্রহ প্রশিক্ষণকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

আসাম রাইফেলসের আগরতলা ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন এবং সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে তরুণদের সংযোগ আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, আত্মবিশ্বাস এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনের দক্ষ নাগরিক, নেতা ও দেশরক্ষক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সি.বি.সি"র সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

ত্রিপুরায় জনগণনা-২০২৬ এর প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে জুলাই মাসে

আগরতলা, ২৫ জুন : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন-এর আগরতলা ফিল্ড অফিস আজ ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার প্রমোদ নগরে সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসের সম্মেলন কক্ষে একটি বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। বহু-বিষয়ক এই অনুষ্ঠানটিতে "জনগণনা - ২০২৬" "নেশা মুক্ত ভারত" অভিযান এবং "এক পেড় মা কে নাম" ইত্যাদি বিষয়ে তৃণমূল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করা হয়।

সিপাহীজলা জেলার এডিসি সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রমোদনগরে এডিসি"র সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং দেশের উন্নয়নে জনগনের সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার মানিক লাল দেববর্মা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাছ ভেঙে ঘর বিধ্বস্ত, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল পরিবার; দুর্যোগ মোকাবেলায় অব্যবস্থার অভিযোগ

তেলিয়ামুড়া, ২৫ জুন: প্রবল দুর্যোগের মধ্যে তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়ি এলাকায় এক পরিবারের উপর নেমে এল বড় বিপদ। বুধবার রাতে একটি বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়ে ত্রিপুরা পুলিশের এসপিও জওয়ান অর্জুন দাসের বসতঘরের ওপর। ঘটনায় ঘরের একাংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ আচমকাই গাছটি ভেঙে বাড়ির ওপর পড়ে। বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এতে বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগে খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, খবর পাওয়ার পর প্রথমে মাত্র একজন স্বেচ্ছাসেবক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে তার কাছে গাছ অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো সরঞ্জাম ছিল না। ফলে তিনি কার্যত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাছ কাটার সরঞ্জাম নিয়ে আরও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে যানবাহনের অপেক্ষায় ছিলেন। অভিযোগ, দুর্যোগ মোকাবেলা দলের জন্য স্থায়ী যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় জরুরি পরিস্থিতিতেও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক মোটরসাইকেলে বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং গাছ অপসারণের কাজ শুরু করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রশ্ন, দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত একটি বিভাগের যদি পর্যাপ্ত যানবাহন ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষ কীভাবে দ্রুত সহায়তা পাবে?

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নিয়ে অতীতেও অভিযোগ উঠেছে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি ও পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
26-06-2026, 00:28